CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 December 2021 ■ আগরতলা ২২ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ৬ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংসদে উভয় কক্ষে পাশ নির্বাচন সংশোধনী বিল-২০২১

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যসভাতেও পাশ হল নির্বাচন সংশোধনী বিল-২০২১। লোকসভাতে এই বিল পাশ হওয়ার পর মঙ্গলবার এই বিল নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার সময় বিরোধীরা তুমুল হৈহট্টগোল করেন এবং বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেছেন। বিরোধীদের অভিযোগ এই বিলে যে সংস্থান রাখা হয়েছে তাতে জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, আধার কার্ড আর ভোটার কার্ডের সংযুক্তিকরণ হবে। সেইসঙ্গে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আর কিছু বদলের প্রস্তাব নিয়ে সোমবার লোকসভায় পাশ হল নির্বাচন সংশোধনী বিল-২০২১। এদিন বিরোধীদের প্রবল হট্টগোলের মধ্যেই এই বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হল গুদাম ও দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় লক্ষীছাড়া গনিরাম পাড়ায় একটি রাবার শিট গোডাউন ও মুদি দোকানে দুষ্কৃতীরা অগ্নিসংযোগ করেছে। তাতে দোকান ও গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম বিমল জয় ত্রিপুরা। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে গেলেও কোন কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনী জটিলতায় হিমঘরে গেল এডিসির পুলিশ বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। লম্ফ-ঝম্ফই সার। ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠনের স্বপ্ন আপাতত হিমঘরে ঠাঁই পেয়েছে। কারণ, ১০ দিনের বিশেষ অধিবেশন ছাড়া পুলিশ বিল কার্যকর সম্ভব নয়, বুঝতে পেরে বর্তমান জেলা পরিষদ এখনই অধিবেশনে ভোটাভুটির জন্য প্রস্তাবিত বিল পেশ করার বদলে পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে এডিসি-র নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রয়াসকে ঘিরে অর্থের ব্যবস্থা কোথা থেকে হবে, প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া, অর্থ দফতরের মঞ্জুরি ছাড়া এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর সম্ভব নয় বলেও দাবি করেছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার এডিসি-র অধিবেশনের অন্তিম দিনে পুলিশ বিল ভোটাভুটির জন্য পেশ করার সূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এখনই পুলিশ বিল ভোটাভুটির জন্য পেশ করা সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়ে দেন এডিসি-র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। তিনি বলেন, পুলিশ সার্ভিস বিল এ মুহূর্তে ভোটাভুটির জন্য অধিবেশনে পেশ করা হচ্ছে না। কারণ, ওই বিল পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ১০ দিনের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওই অধিবেশনে পুলিশ বিল নিয়ে বিস্তারিত হবে। এর পরই ভোটাভুটি সম্ভব বলে জানান তিনি।

তাঁর কথায়, ১৯৯৭ সালে জেলা পরিষদের পুলিশ সার্ভিস বিল অনুমোদনের সাপেক্ষে রাজ্যপাল ১০ দিনের বিশেষ অধিবেশন রুলস তৈরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই বিশেষ অধিবেশনে রুলস তৈরি না হলে এডিসি পুলিশ বিল পাশ করাতে পারবে না। ফলে, আজ অধিবেশনের অন্তিম দিনে ভোটাভুটির জন্য ওই বিল পেশ করা হবে না।

এ-বিষয়ে আলোচনায় নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা বলেন, রাজ্যপালের অনুমোদনের পর বিল আইনে পরিণত হয়ে যায়। তবে, সংবিধান মোতাবেক নতুন আইন প্রণয়নে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা থাকছেই। তাঁর কথায়, বিল অনুসারে ১,২০০ কনস্টেবল এবং হেড কনস্টেবল এডিসি-র সম্পত্তি রক্ষায় নিয়োগ করা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতা তৃণমূলেরই

ভোট শতাংশে দ্বিতীয় বামেরা

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর।। প্রত্যাশা মতোই কলকাতা ঢাকল সবুজ রঙে। ১৪৪ ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩৪ আসনেই ফুটল জোড়াফুল। দু একটি ওয়ার্ডে টিমটিম করে জ্বলল বিরোধী শক্তির প্রদীপ। এক চেটিয়াভাবে বিরোধীদের উড়িয়ে ছোট লালবাড়ি দখলে রাখল তৃণমূল। বিধানসভার দরজা বন্ধ হওয়ার পর এবার পুরভোটেও ১৪ থেকে নেমে ২ আসনেই শেষ বামেদের বিপ্লব। যদিও পুরভোটের ফল বিশ্লেষণে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, আসলে হারানো জমি খানিকটা হলেও ফিরে পেয়েছে বামফ্রন্ট। ফলাফলের পরিসংখ্যান বলছে, আসন সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বিজেপির সঙ্গে ভোট শতাংশের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে বামেরা। ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছে বামফ্রন্ট। যেখানে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট ৯ শতাংশের আশপাশে।

মোট আসন ১৪৪
তৃণমূল- ১৩৪টি আসন
বিজেপি-৩টি আসন
বামফ্রন্ট-২টি আসন
কংগ্রেস-২টি আসন
অন্যান্য-৩টি আসন

পুরভোটের চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, কলকাতার ৬৫ আসনে বামেরা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৪৭ ওয়ার্ডে, কংগ্রেস দ্বিতীয় স্থানে ১৬ আসনে আর নির্দল প্রার্থীরা দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন পাঁচটি ওয়ার্ডে। একে আদতে বামেদের উত্থান বলে দেখছেন বিশেষজ্ঞদের সিংহভাগ। যদিও ২০১৫ সালের ভোটের ফল অনুযায়ী লজ্জার হারের ভবিতব্য পাল্টায়নি বামেদের। ১০ নম্বর বরোর ১২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১টি এবং ১১ নম্বর বরোর ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১টি গিয়েছে বামেদের ঝুলিতে। মুখরক্ষা শুধু ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী নন্দিতা রায় এবং ৯২ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআই প্রার্থী মধুছন্দা দেবের জয়ে। সেভাবে দাগ কাটতে পারল না রেড ভলান্টিয়ার প্রার্থীরাও।

ভোটের ফলাফল প্রকাশের আগেই বুঝি সবাই জেনে গিয়েছিলেন কী হতে পারে। তাই মঙ্গলবার সকালেই টুইটে আক্রমণ শানলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি লিখেছেন, "ত্রিপুরার আগরতলায় বিজেপি ৫১ তে ৫১। তৃনমূল কম কিসে? ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভার বৈঠকে পঞ্চায়েত, আইন, স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরে বিভিন্ন পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে আরও ২০ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, কৃষকদের কাছ থেকে এই ধান ক্রয় করার জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হবে প্রায় ৪৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে আসছে। বছরে রবি ও খারিফ মরশুমে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে।

আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে হাঁপানিয়াস্থিত সোসাইটি ফর ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ এবং ড. বি আর আম্বেদকর টিচিং হসপিটালকে লিজের মাধ্যমে ২৫ একর জমি প্রদান করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই কলেজ এবং হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ আরও উন্নত পরিষেবা যুক্ত করার জন্য এই জমি প্রদান করা হয়েছে বলে তথ্য ও সংস্কৃতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ, রক্তপাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। বিশালগড়ের মধ্য ব্রজপুরে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মধ্য ব্রজপুর এলাকার এক নং ওয়ার্ডের গৌতম দেব এবং উত্তম দেবের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই পারিবারিক বিরোধ চলছিল। সোমবার রাতে এই বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। দুই ভাই আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এমনকি এক ভাই অপর ভাইয়ের ওপর হামলা চালায়। ছোট ভাই উত্তম দেবের হামলায় বড় ভাই গৌতম দেব গুরুতরভাবে আহত হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় আহত কলেজছাত্র সহ দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ডিসেম্বর।। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় দুই জোন আহত হয়েছেন।

তেলিয়ামুড়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। জানা গেছে, ওই কলেজ পড়ুয়া ছাত্র বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি টমটমের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজনরা কলেজ পড়ুয়া ছাত্রকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল তার চিকিৎসা চলছে। অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল সূত্রে জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের নির্দেশ ঃ রাস্তার পাশে অস্থায়ী মাছ মাংসের দোকান ভাঙল পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী মঙ্গলবার সকালে গান্ধী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী মাছ ও মাংসের দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় লোকজনরা ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে যান। ক্ষতিগ্রস্ত ও উচ্ছেদকৃত ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছেন তাদেরকে আগাম কোনো নোটিশ না দিয়ে আচমকা দোকানপাট ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে যাবতীয় জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গেছে পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স বাহিনী। তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। টাস্কফোর্স বাহিনীর এ ধরনের কার্যকলাপ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা। অবিলম্বে তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং বিকল্প ব্যবসা করার জায়গা দেওয়ার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে রাস্তার পাশে কোথাও মাছ-মাংস খোলা জায়গায় বিক্রি করা যাবে না। সম্প্রতি হাইকোর্টের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই আগরতলা পুর নিগমের টাস্কফোর্স বাহিনী মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকার গান্ধী স্কুল সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে প্রায় দশটি দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবতীয় জিনিসপত্র তুলে নিয়ে গেছে টাস্কফোর্স বাহিনী।

প্রসঙ্গত, রাজধানী আগরতলা শহর শহর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে খোলা আকাশের নিচে মাছ মাংস বিক্রি করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পড়াশুনার জন্য গালমন্দ করায় ছাত্রী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জের ধুপতলী এলাকায়। জানা গেছে, দশম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে তার মা-বাবা পড়াশোনার জন্য গালমন্দ করতেন। নাবালিকা ওই ছাত্রী মা-বাবার গালমন্দ মেনে নিতে রাজি নয়। বিষয়টি নিয়ে পরিবারে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। এর শেষ পরিণতি হিসেবে এই অভিমান করে ওই দশম শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ফাঁসিতে ঝুলানো অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মৃতার বাবা গোবিন্দ জানান, তারা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি অনুশাসন করায় তার মেয়ে এভাবে আত্মঘাতী হবে। সন্তানের মঙ্গল কামনা করেই তারা পড়াশোনা করার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। কিন্তু শেষ পরিণতি যে এতটাই নির্মম হবে তারা তা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফাঁসিতে আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ছুটে আসে। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দশম শ্রেণীর ছাত্রী আত্মঘাতী হওয়ায় তার মা-বাবা শোকে পাথর হয়ে গেছেন।

উদয়পুরের নাবালিকা অপহৃত কুমারঘাটে আটক অপহরণকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ডিসেম্বর।। এক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার দায়ে কুমারঘাট থেকে এক যুবককে আটক করেছে উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ।

জানা গেছে, উদয়পুর দাতারাম এলাকার এক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এক যুবক। অভিযুক্ত যুবকের নাম তরুণ মারাক। নাবালিকাটিকে অপহরণ করে সে কুমারঘাট নিয়ে গিয়েছিল। যুবকটির বাড়ি কুমারঘাট। অপহৃত নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ মূলে উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ একটি সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করে।

উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ খবর নিয়ে জানতে পারে অপহরণকারী যুবকের বাড়ি কুমারঘাট। নাবালিকা মেয়েটি কুমারঘাটে ওই যুবকের বাড়িতেই অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ কুমারঘাটে ছুটে যায়। কুমারঘাট থানার পুলিশের সহযোগিতায় সেখান থেকে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে নিয়ে আসে পুলিশ।

উদয়পুর মহিলা থানায় এনে আটক অপহরণকারী যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। জেরায় ওই যুবক নাবালিকাকে অপহরণের দায় স্বীকার করেছে। উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। পুলিশ তাকে আদালতে সোপর্দ করেছে। নাবালিকাকে অপহরণ করার দায়ে অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনে জয় ত্রিপুরায় বিজয়োৎসব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ে ত্রিপুরায় বিজয়োৎসব পালন করছেন দলীয় কর্মীরা। সংখ্যায় তাঁরা খুব কম হলেও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবল ভৌমিকের নেতৃত্বে সবুজ আবিরে রেঙেছে বনমালিপুরের ক্যাম্প অফিস। নারী নেত্রী পান্না দেবের খেলা হবে-র তালে নেচেছেন মহিলা কর্মীরাও। হয়তো এভাবেই ত্রিপুরায় নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি ভুলতে চাইছেন তাঁরা।

আজ কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনের ফলাফলের প্রবণতা দেখেই ত্রিপুরার তৃণমূল কর্মীরাও আনন্দে নেচে ওঠেন। সম্ভাব্য ফলাফলের ভিত্তিতেই তাঁরা সবুজ আবির নিয়ে রঙ খেলতে শুরু করে দেন। এদিন তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক বলেন, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের ধারায় আবারও আস্থা রেখেছেন। তাই বিরোধীদের প্রায় ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে তৃণমূল। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায়ও ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ঠিক একইভাবে রাজ্যবাসী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা দেখাবেন।

ত্রিপুরায় তৃণমূলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় বিকল্প জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী যানবাহন যাতায়াতে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২১ ডিসেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার জেরজেরিতে আসাম আগরতলা বিকল্প জাতীয় সড়কে যান চলাচলকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকেই পথ অবরোধ শামিল হন পণ্যবাহী যানবাহনের চালকরা। জানা গেছে, এই বিকল্প জাতীয় সড়কে ছোটখাটো যাত্রীবাহী যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এই জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পণ্যবাহী গাড়ি চালকরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন যানবাহনের চালকরা।

যান চালকদের অভিযোগ পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করতে না দেওয়ায় তারা বেরোজগারি হয়ে পড়েছেন। অনেকেই ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গাড়ি ক্রয় করেছেন। ওই জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে না দেওয়ায় তারা বেরোজগারি হয়ে পড়ায় ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না, নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারছেন না। এই জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন। তাতে কর্ণপাত করছে না প্রশাসন। ফলে বাধ্য হয়ে তারা জাতীয় সড়কে টায়ার পুড়িয়ে দিনভর প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগেরজলায় যানজট, স্ট্যান্ডের ভেতরে যেতে যাত্রীদের অনুরোধ যান চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা এলাকায় যানজট দূর করতে নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ডের ভেতর থেকে সমস্ত যানবাহন চলাচলের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মঙ্গলবার নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ড আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে যানবাহনের চালক এবং যাত্রীদের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ড তৈরি করেছেন। এই মোটর স্ট্যান্ডকে সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। নির্ধারিত মোটর স্ট্যান্ড থাকা সত্ত্বেও একাংশের যানবাহন বটতলায় অস্থায়ীভাবে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যানজট তৈরি করছেন। যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বটতলা অস্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনে ওঠা-নামার করছেন। তাতে প্রতিনিয়ত ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে। ট্রাফিক জ্যামের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, একদিকে নাগের জলা মোটর স্ট্যান্ড এর ভেতর থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল না করার কারণে নাগেরজলা এলাকায় যেসব দোকানপাট রয়েছে সেইসব ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে প্রত্যেক যানবাহন নাগরদোলা ভেতর থেকে চলাচল করার জন্য ত্রিপুরা বাস জিপ চালক সংঘের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংঘের নেতৃবৃন্দ প্রত্যেক যাত্রীসাধারণকে অনুরোধ করেছেন তারা যেন বটতলায় কিংবা নাগের জলা এলাকায় রাস্তার পাশে অপেক্ষা না করে যে কোন যানবাহনের জন্য নাগেরজলা স্ট্যান্ডের ভিতরে চলে আসার জন্য।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে নাগের জলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৭৭ ◘ ২২ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ◘ ৬ পৌষ ◘ বুধবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অন্নদাতারাইয মূল চালিকাশক্তি

জীবনধারণের জন্য চাই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান।প্রতিটি প্রয়োজন, প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি সমাধান এবং সহযোগিতার ব্যবস্থা থেকে সরকার ক্রমেই নিজেকে সরাইয়া নেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। জীবনযাপনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার খাদ্য। সেই খাদ্য উৎপাদন করে কৃষক। বিগত ১০ বছর ধরিয়া সবথেকে বেশি সঙ্কটে পড়িয়াছে কৃষকরা । দেশে সব চেয়ে বেশি পেশাগত হতাশা এবং সমস্যা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছে কৃষকরাই। কৃষিকাজে লাভ হয় না, এই ধারণাটি কৃষকদের মধ্যে যত ঢুকাইয়া দেওয়া যাইবে , ততই প্রতিদিন কৃষিকাজ ছাড়িয়া দেওয়ার সংখ্যা বাড়িবে।

কৃষকরা যতই নিজেদের জমিতে ফসল ফলানো বন্ধ করিয়া দিনমজুর কিংবা কাছে-দূরের শহরে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হইয়া যাইবে, ততই লাভ কর্পোরেটের। কারণ, কর্পোরেট ততই বেশি করিয়া কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এ ঢুকিয়া পড়িবার সুবিধা পাইবে। তিনটি কৃষি আইন আনিয়া কর্পোরেটের সেই সুবিধা অবাধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু সরকার কি চুপ করিয়া সেই পরাজয় মানিয়া নিবে? সেটা সম্ভব নয়। কারণ, ১৯৯১ সালের উদারীকরণের পর, কর্পোরেট মহল সব শিল্পে লগ্নি করিয়াছে, একমাত্র ব্যতিক্রম, কৃষি। যতটা করা সম্ভব, কৃষির দরজা ততটা খোলেনি। এদিকে অর্থনীতির মন্দার কারণে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ধুঁকিতেছে। এমন কোনও সেক্টর নাই, যেখানে উদ্বৃত্ত টাকা লগ্নি করিলে বিপুল মুনাফা হইবে এবং রিটার্ন হইবে বহুগুণ। শিল্পলগ্নিতে রিটার্নের জন্য দরকার এমন কিছু প্রোডাক্ট যাহা রপ্তানিযোগ্য। তাই ভারতীয় শিল্পমহল অনেকদিন ধরিয়াই উদ্বৃত্ত অর্থভাণ্ডার নিয়া বসিয়া আছে। একটাই লক্ষ্যে। কৃষিতে কীভাবে প্রবেশ করা যায়। এটা এমন একটা সেক্টর যাহার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক, দুই বাজারই সারা বছর ধরে তুঙ্গে। দেখা গিয়েছে, সাধারণ সময় তো বটেই, বরং যুদ্ধ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যে কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও বিশ্বজুড়িয়া একমাত্র ফুড ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ সবথেকে বেশি হয়। কৃষকদের জীবিকাকে নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র সরকারের নির্ধারিত মিনিমাম সার্পোট প্রাইস অথবা এমএসপি। অর্থৎ ফসল নিয়ি কিষান মান্ডিতে গেলে সরকার নির্ধারিত একটা ন্যূনতম দাম পাওয়া যাইবেই। কৃষকরা তাই চাইছে সরকার এমএসপি গ্যারান্টি আইন করুক। কিন্তু সরকার কি করিবে? সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। একবার এমএসপি থেকে সরকার সরিয়া গেলে কৃষির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই সরকারের থাকিবে না। সেটাই সরকার চাইছে। আগামী দিনে ফসলের দাম পাওয়া, না পাওয়া কোনও ব্যাপারেই সরকারকে যেন জড়ানো না হয়। ওসব কর্পোরেটের সঙ্গে কৃষকরা বুঝিয়া নিক। এটাই প্রধান লক্ষ্য।

বাচিয়া থাকিবার জন্য যদি খাদ্যের দরকার হয়, তাহা হইলে সেই খাদ্য ক্রয়ের জন্য কোনটা দরকার? টাকা। সেই টাকা এতকাল ধরিয়া সবথেকে সুরক্ষিত ভাবে রাখিয়া দেওয়ার নিরাপদ ঠিকানাটি কী ছিল? সরকারি ব্যাঙ্ক। আমার টাকা ব্যাঙ্কে থাকিবে। সেই টাকা থেকে সুদ পাওয়া যাইবে। অবসরের পর সেই সুদের টাকায় মোটামুটি দিন কাটিয়া যাইবে। সামান্য টাকা উদ্বৃত্ত হইলেই ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিট কিংবা অন্য কোনও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে টাকাটা রাখিয়া দেওয়া ভারতীয় মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক রুটিন ছিল। ওই ব্যাঙ্কে অথবা ডাকঘরে টাকা রাখিয়া, স্মল সেভিংস সার্টিফিকেট করিয়া, পিএফ কিংবা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়া ধীরে ধীরে একতলা, দোতলা বাড়ি করিয়াছেন তাঁহারা। ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। তাঁহাদের পাশে ছিল সরকারি ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ আর্থিক সঞ্চয় প্রকল্প।

ঠিক সেই সরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে এবার ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন করিয়া দেওয়া শুরু হইয়াছে। হয় বিক্রি করিয়া দেওয়া হইতেছে অথবা একের পর এক ব্যাঙ্ক বন্ধ করিয়া সংযুক্তিকরণ চলিতেছে অন্য ব্যাঙ্কের সঙ্গে। কারণ সেই একটাই। টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনও আদানপ্রদান কিংবা সঞ্চয় অথবা সাশ্রয়ে সরকার মানুষের পাশে আর থাকিতে চাইতেছে না। ব্যাঙ্কের জমানো টাকা থেকে মানুষ কিছু আয় করুক কিংবা নিশ্চিন্তে টাকা রাখিয়া স্বস্তিতে থাকুক, এটা আর সরকার চায় না। সরকার চাইছে, নিজের টাকা দিয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত কী করিবে, ওসব তাহারা কর্পোরেট ও শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়ি নিক। তাই ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের তুলনায় মিউচুয়াল ফান্ডের সুদ বহুগুণ বেশি হয়। এই প্রলোভন নির্মাণে সরকার সফল। ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইতেছে, হঠাৎ মধ্যবিত্তের মধ্যে মিউচুয়াল ফান্ড নিয়া উৎসাহ খুব বেশি। বহু মানুষ এখন আর সরকারি ব্যাঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট করে না। তাহারা মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করে। এই ফান্ড শেয়ার মার্কেটের ওঠাপড়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আজ থেকে ২৫ বছর আগে পর্যন্তও মধ্যবিত্ত শেয়ার মার্কেটকে নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থান হিসেবে মনেই করিত না। তাহারা বলিত, ওসব আমি বুঝিই না। আমার ব্যাঙ্কে টাকা রাখাই ভালো। আজ কিন্তু সরকার সফলভাবে মধ্যবিত্তকে শেয়ার বাজারে টানিয়া আনিতে পিরিয়াছে।

করোনাকালে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেয়ার বাজারের সেনসেক্স ছিল ৩১ হাজার। অর্থনৈতির চরম মন্দার মধ্যেও এই মাত্র এক বছরের মধ্যে শেয়ার বাজারের সেনসেক্স স্পর্শ করিয়াছে ৬০ হাজার। অর্থাৎ দ্বিগুণ। সেই মতোই রিটার্ন দিয়াছে মিউচুয়াল ফান্ড। সুতরাং মানুষ মার্কেটে আসিতে বাধ্য। টাকাও লগ্নি হইতেছে অগাধ। সবথেকে বেশি টাকা জমাইতে পছন্দ করে মধ্যবিত্তই। তাই মধ্যবিত্তের টাকা মার্কেটে একবার আসা শুরু হইলে আর চিন্তা থাকিবে না কর্পোরেট মহলের। কিন্তু এর ঠিক বিপরীত চিত্রটি কী? মানুষ যদি ব্যাঙ্কে বেশি ফিক্সড ডিপোজিট না করে বেশি করে মিউচুয়াল ফান্ডই করে, তাহা হইলে সরকারি ব্যাঙ্কের ডিপোজিট কমিতে থাকিবে। যতই ডিপোজিট কমিবে, ততই ব্যাঙ্কের চিন্তা বাড়িবে। আর রুগ্ন হইবে। ঠিক তাই হইতেছে। গ্রাহক ডিপোজিট কমিতেছে সরকারি ব্যাঙ্কে।

করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪০জন

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না। পশ্চিমবঙ্গে ফের ৪০০ পেরোল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪০জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪০জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,২৭, ৯৩০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৬৮৮। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৪৫১। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৭,০,৯৭১।

হলদিয়ার আইওসি-তে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে মৃত ৩, জখম কমপক্ষে ৪০ জন

হলদিয়া, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): হলদিয়ার তৈল শোধনাগার অর্থাৎ আইওসি-তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছেন দমকল কর্মীরা। তৈল শোধনাগারে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন আরও ছড়ানোর আশঙ্কা। এই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত কমপক্ষে ৪০ জন। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অধিকাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন পুরসভার কাউন্সিলররাও। সূত্রের খবর, এদিন হলদিয়ার তৈল শোধনাগারে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মকড্রিল চলছিল। একই সময় ৬৮ ডিআইচবিএস ইউনিটে ওয়েল্ডিংয়েরও কাজও চলছিল বলে খবর। সেই সময় ওয়েল্ডিংয়ের স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে সূত্রের খবর। সেখানে পেট্রোলিয়ামের মত দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুনও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। জখমদের তড়িঘড়ি হলদিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে বলে খবর।

শততমবর্ষে ইনসুলিন আবিষ্কার

অনুভব বেরা

এ বছর নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয় কারণ এর একশো বছর আগে আবিস্কৃত প্রতিষেধক ওষুধ ইনসুলিন। যে আবিস্কারের সম্পর্কে বলা যেতে পারে, "আ জায়ান্টলিপ ফর ম্যানকাইন্ড"। ইনসুলিন আবিষ্কারের ফলে কত মানুষর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে তার ঠিক নেই।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইনসুলিন আবিস্কারের আখ্যান একটি রোমহর্ষক অধ্যায়। যার পরতে পরতে আছে ব্যর্থতা, সাফল্য তীব্র সমালোচনা এবং ঠান্ডা লড়াই। তবে ইনসুলিন আবিস্কারের কৃতিত্ব একটা ব্যন্টিং এর নয়, এর সঙ্গে যুক্ত আছেন চার্লস বেল্ট, জেমসবি কলিপ, এবং জে জে ম্যাকলিয়ডের নাম। শেষাক্ত বিজ্ঞানী ম্যাকলিয়ডের উপস্থিতি এই কাহিনীকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। সে কথায় পরে আসবো। ডায়াবেটিস নিয়ে গোড়ার অনুসন্ধান ডায়াবেটিস বেশ পুরনো ব্যাধি গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিটারকাস "ডায়াবেটিস" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। যার অর্থ "নির্গত হওয়া"। ডায়াবেটিস আক্রান্তদের ঘন ঘন প্রসাব নিষান্ত হয় বলে এইরূপ নামকরণ) খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ গ্যালেন রোগটির কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন তবে তেমন করে কিছু বলতে পারেন নি। এরপর ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা বলার মতো নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে ওঠার পর ১৭৭৬ সালে ডবসন ডায়াবেটিস নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। পাদপ্রদীপের আলোয় আসে ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা।

ডায়াবেটিস রোগের কারণ ও তার প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু এর পিছনে উনবিংশ শতাব্দীর একাধিক বিজ্ঞানীর অবদান আছে। বিশেষ করে খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি এবং অগ্যাশয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ডায়াবেটিস গবেষণাকে ত্বরান্বিত করেছে। ১৮৪৬ তে ফরাসী চিকিৎসক বার্নাড কাকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখান অগ্যাশয় থেকে ক্ষরিত রস খাদ্যের শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিবাক করে। পরিপাকের পর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ রক্তে প্রবেশ করে। ১৮৬৯ তে র এক ডাক্তারি ছাত্র পল ল্যাঙ গারহানস অগ্যাশয়ের গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি মনে করতেন অগাশয়ে দুই ধরনের কোষ থাকে- এক ধরনের কোষ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন নি। এর ১৪ বছর পর জার্মানি শারীরবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লেগুইস বলেন অগ্যাশয়ের মধ্য থাকা দ্বীপপুঞ্জের মতো দেখতে কোষগুলি থেকে বার হয় এমন কিছু যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখে। লেগুইসই ল্যাঙগারহানস এর সম্মানে ওই বিশেষ কোষগুলির নাম রাখলেন "আইলেটস অব ল্যাঙগারহানস"। এটা অনেকেরই অজানা। অগাশয়ের সঙ্গে ডায়াবেটিসের যে নিকট সম্পর্ক আছে তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা ঝীপি দিয়েছিলেন স্ট্রাস বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডা. মিনকোয়াঙ্কি ও ভন মেরিঙ। কথিত আছে ভন

মেরিঙ তার পালিত কুকুরের ওপর পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার জন্য মেরিঙ এর গবেষণআগারে গিয়ে দেখেন মেরিঙ কোথায় একটা চলে গেছেন। অগত্যা নিজের তত্বাবধানে কুকুরটিকেত্ত রেখে কাজ চালালেন। দেখলেন কুকুরটি ঘন ঘন প্রসাব করছে। আর এই প্রজবে আছে পর্যাপ্ত গ্লুকোজ- একেবারেই ডায়াবেটিসের লক্ষণ। যাক এতদিনে ধরা পড়ল ডায়াবেটিস আর অগ্ধ্যাশয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা। আইলেট কোষ থেকে বার হওয়া রস ডায়াবেটিস আটকায় এর অভাবে ত্ত ডায়াবেটিস হয় এটা জানা থাকলেও এটা আসলে কি তা ১৯০৯ সালে বেলজয়ামের চিকিৎসক জা ডি মিয়ী জানালেন। তিনি বললেন, ডায়াবেটিস রোগটা হয় কোন একটা হরমোনের অভাবে। এই হরমোন বের হয় অগ্নাশয় থেকে।

বেন্টিঙ এর গবেষণা

এইসব তথ্য জেনে ব্যান্টিও এর মনে প্রশ্ন জাগে আচ্ছা, আগাশয়ের এই হরমোন বের করে ওষুধ হিসাবে ডায়াবেটিস রোগীদের দিলে কেমন হয়? যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। শুধু ধারণাটুকু মাথায় ঢুকিয়ে কাজে গ্রানট ব্যান্টিঙ। সফল হবেন কি হবেন তা একবারের জন্য ভেবে দেখলেন না- কারণ ছাত্রজীবনে এর কর্মজীবনে বারবার ব্যর্থতা বরণ করেও তিনি কোনোদিন ভেঙে পড়েননি, ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেড়াননি। ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। প্রচুর পড়াশোনা করতেন তবে পরীক্ষার ফলে সেই পরিশ্রমের প্রতিফলন ঘটেনি। নিরাশ হয়নি। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ এলো শুরুও করলেন। সেই সময় বিশ্বযুদ্ধের আবহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাক্তারি পাঠক্রম ছোট করে দেওয়ার সুবোদে ১৯১৬ তে ডাক্তারি ডিগ্রি গ্রহণ করলেন। যোগ দিলেন কানাডার সেনাবাহিনীতে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে। এখানে কাজ করার সময় হাতে গুলি লাগে, ফিরে আসেন বাড়ি। কাজ চাই। তাই টরেন্টোর একটি হাসপাতালে শল্য চিকিৎসক হিসাবে প্র্যাকটিশ শুরু করলেন। পসার তেমন না জমায় আর্থিক কষ্টের সম্মুখে পড়লেন। বাধ্য হয়ে স্থানীয় একটি মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতার পদ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ডায়াবেটিস চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন। একটা গবেষণাগারে এ বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে ছিল তার কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথমে কোনো গবেষণাগার তাকে পাত্তা দেয়নি। ব্যান্টিও অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনো এক সূত্র থকে খবর পেয়ে ব্যান্টিও ছুটলেন টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ব বিভাগের প্রধান জে জে আর ম্যাকলিয়ড (১৮৭৬-১৯৩৬) এর কাছে। ম্যাকলিয়ড সেই সময় শর্করা বিপাক ও মৃত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতি নিয়ে কাজ করছেন, নামকরা লোক। এই বিষয়ে তার গবেষণাপত্র বেরিয়েছে নানা জার্নালে ম্যাকলিয়ডকে তার পরিকল্পনার কথা জানালেন ব্যান্টিও। ম্যাকলিয়ড ব্যান্টিও এর পরিকল্পনা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তবে কিছু একটা মনে করে রাজি হয়ে গেলেন। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশাল গবেষণাগারে একটি অংশে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কিছু কুকুর পেলেন ব্যান্টিঙ। আর সহকারী হিসেবে পেলেন অধ্যাপক হার্বাট বেস্ট কে (১৮৯৯-১৯৭৮)। মে ১৯২১ কাজ শুরু করেছিলেন দু'জন। এবার গবেষণার খরচ তুলতে হিমশিম খেতে হলো। নিজের জমানো অর্থ টঢাললেন এই কাজে তাতেও কুলোয় না- বেচে দিলেন নিজের ব্যবহৃত আসবাবপত্র। তাতেও তো সঙ্কট কাটে না। শোনা যায় আর্থিক সঙ্কটে জেরবার ব্যান্টিঙ এর দৈনদশ্য দেখে তার বাগদত্তা তাকে ছেড়ে চলে যান। এতে তার মনের উপর কোন প্রভাব পড়েনি। দমে না গিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যান। কুকুরের অগ্যাশয় নালী বেঁধে শুধু আইলেটের ওই কোষগুলোকে অগাশয়কে কেটে বাদ দেওয়া কুকুরের পেটে প্রতিস্থাপন করলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। এবার অন্য পথ ধরলেন, আইলেটের কোষগুলোকে হিমায়িত করে তার রস বের করলেন। ওই রস দিয়ে সিরিঞ্জে ভরে একদল সুস্থ কুকুরে প্রয়োগ করলেন। ওই রস দেওয়ার আগে, দেওয়ার পর কুকুরগুলোর রক্তে শর্করার মাত্রা পেলেন। দেখা গেল ইঞ্জেকশন পাওয়া কুকুরগুলোর রক্তে শর্করার মাত্রা কম পেলেন। দেখা গেল ইঞ্জেকশন পাওয়া কুকুরগুলোর রক্তে গ্রুকাজ কমছ। ঠিক রাস্তা পেলেন ব্যান্টিঙউ ও বেস্ট। তবে নতুন একটা সমস্যায় পড়লেন তারা ওই দেওয়াতে কুকুরের শরীরে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। ভুল করে বসলেন, ব্যাপারটাকে একেবারেই আমল দিলেন না। তাড়াহুড়ো করে ১৯২১ এর ৩০ ডিসেম্বর আমেরিকান ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সভায় পেশ করা হল ব্যান্টিঙ ও বেস্টের গবেষণাপত্র। তীব্র সমালোচনা ঝড় ছুটে এলো তাদের দিকে যে রস কুকুরের শরীরে একাধিক উপসর্গ তৈরি করছে তা শুদ্ধ না করেই কেন এত হৈচৈ। নার্ভাস হয়ে পড়লেন ব্যান্টিঙ। এই সভায় সেই সেশনে ম্যাকলিয়েড উপস্থিত ছিলেন। পরিস্থিতি দেখে বেস্টও ব্যান্টিঙের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন। চেষ্টা করলেন সামাল দিতে। তবে সেই দিনের বাসা বাঁধলো ব্যান্টিউদের। এখান থেকেই একটা ঠান্ডা লড়াই শুরু হল ম্যাকলিয়েড ও ব্যান্টিঙ এর মধ্যে যা এই আবিষ্কারের পরেও চলেছে। গবেষণায় সাফল্য ও বিতর্ক যাই হোক কুকুরের উপসর্গগত সমস্যা সমাধানে বেস্ট ও বান্টি ম্যাকলিয়ডের পরামর্শ চেয়েছিলেন। অগ্যাশয় রস শুদ্ধকরণে ম্যাকলিয়েড জেমস বি কলিপ (১৮৯২-১৯৬৫) নামের এক রসায়নবিদকে ব্যান্টিউদের গবেষণা সাথে জুড়ে দিলেন। কলিপ দিন রাত এক করে অগ্র্যাশয় রসকে শুদ্ধ করার কাজে খাটলেন। একটা সময় শুদ্ধ রসের নমুনা বেস্টদের দিলেন। সেই রস পেয়ে এরা ছুটলেন টরেন্টো জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ১৪ বছরের লিওনার্দ থমসনকে প্রয়োগ করলেন। কিন্তু হায় উপসর্গ কমলো না। আবার কি ব্যর্থ হলেন তারা? ভাববার সময় নেই, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এর পর কলিপের পরিশোধিত রস লিওনার্দকে দেওয়া হলো, সময়টা ১৯২২ এর জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগ। কি আশ্চর্য এবার ঝিমিয়ে পড়া লিওনার্দ চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কমে এলো রক্তে গ্লুকোটের মাত্রা। প্রবল উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কলিপ পুরোপুরি রস শুদ্ধ করার কাজে। সফল হলেন। এবার শুদ্ধ রস হাসপাতালে ভর্তি কয়েকজন ডায়াবেটিস রোগীদের দেওয়া হল। সবাই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে ইনসুলিনে কাজ হচ্ছে জানতে পেরেই ম্যাকলিয়ড ব্যান্টিঙ ও বেস্টের কাজের সব খুঁটিনাটি জেনে নিলেন। এতকাল সরাসরিভাবে এই গবেষণার সাথে যুক্ত না থেকেও কলাকাঠি নাড়িয়ে তিনি বনে গেলেন এই প্রকল্পের প্রধান গবেষক। বিষয়টিকে একেবারেই ভালো চোখে দেখলেন না বেস্টও ব্যান্টি ফলত সম্পর্কের অবনতি ঘটল আরও। ১৯২২ এর ২২ মে- পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইনসুলিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সব নিয়মকানুন মেনে ওয়াশিংটন ডিসিতে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব ফিজিসিয়ানস এর সভায় ব্যান্টিঙ বেস্টও কলিপ গবেষণাপত্র পেশ করলেন। এই গবেষণাপত্রে জুড়ে গেলত্ত অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের নাম। ইনসুলিনের কল্যাণে লক্ষ লক্ষ মৃত্যুপথযাত্রীদের ডায়াবেটিস রোগী ফিরে এলো জীবনের আলোয়। উল্লেখ্য এই পরামর্শে এর নাম হয় ইনসুলিন"। ১৯২৩ সালে ইনসুলিন স্বীকৃতি পেল চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিস্কার হিসেবে নোবেল পুরস্কার। তবে পুরস্কারপ্রীপক হলেন ফ্রেডরিক গ্রান্ট বান্টি, ও জে জে আর ম্যাকলিয়ড। বাদ পড়লেন বেস্ট ও কলিপ। শুরু হয়ে গেল শোরগোল, তীব্র সমালোচনা। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার নিয়ে এত সমালোচনার ঝড় আর কখনো ওঠেনি যা হয়েছে ইনসুলিন আবিষ্কারের বেলায়। শেষ পর্যন্ত পুরস্কারের অর্থ ব্যান্টিঙ ভাগ করে নিলেন বেস্টের সঙ্গে। ম্যাকলিয়ড অর্ধেক অর্থ দিলেন কলিপকে। ইনসুলিন আবিস্কারের পর ব্যান্টিঙ পেলেন টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধানের পদ। ১৯৪১ সালে আকস্মিক এক বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। বেস্ট ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান এবং ত্ত আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কলিপ আলবার্টার এডমনটন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন অন্যান্য উল্লেখযোগ্য . গবেষণার ত্ত সাথে করেন। আ ম্যাকলিয়ড? প্রভাব খাটিয়ে নাম কেনার জন্য ইনসুলিন আবিষ্কারের সাথ জুড়ে ছিলেন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তিনি কিন্তু ব্রাত্য হয়ে আছেন। কারণ ইনসুলিন আবিষ্কারক হিসেবে আজও একযোগে উচ্চারিত হয় ব্যান্টিঙ, বেস্ট ও কলিপের নাম। ম্যাকলিয়ডের নাম কিন্তু কেউ বলেন না। বর্তমানে জিন প্রযুক্তির হিউমুলিন একটা সময় ইনসুলিন তৈরি করা বেশ ব্যয় সাধ্য ছিল। এছাড়া যাদের অগ্যাশয় কেটে ইনসুলিন তৈরি করতে হতো। তার জন্য প্রচুর পশু হত্যা করতে হতো। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়া ই, কোলি কোষকে (৪.০০১) কাজে লাগিয়ে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন তৈরি করা যাচ্ছে। এটি বেশ কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। এছাড়া এলি, লিলি ও কেম্পানি ১৯৮০ সালে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে হিউমুলিন (মানুষের ইনসুলিনের প্রতিরূপ স্বরূপ, অন্যান্য ইনসুলিন অপেক্ষায় অধিক কার্যকরী) নামে মনুষ্য ইনসুলিন বাজারে আনে। াজ ইনসুলিন অনেক সহজলভ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শবতবর্ষের আলোকে অসহযোগ আন্দোলন

প্রদীপ কুমার পাল

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনা। কংগ্রেসের এই বিপ্লবী কর্মসূচির মূলে ছিল তিনটি প্রধান কারণ, ১) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ব্যাপারি ব্রিটিশ সরকারের নির্লিপ্ততা ও ঔদাসীন্য। ২) গান্ধিজির উপর রাওলাট আইনের প্রতিক্রিয়া, ৩) ১৯১৯ সালে নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেসের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের হস্তক্ষেপ হয়। ফলস্বরূপ কংগ্রেসের পক্ষে বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করা সহজ হয়। ৪) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন মহাত্মাজি তথ্য কংগ্রেসকে অহসযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

অসহযোগ আন্দোলনে মূলে আন্তর্জাতিক প্রভাবও ছিল। প্রথণ বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারতবাসী মনে করত এই বিশ্ব সংসারে ইংরেজ শক্তি অপারজেয়। কিন্তু প্রথম পপাজয়ের ফলে ভারতবাসীর কিছুটা হলেও মোহভঙ্গ হয়। এছাড়াও আয়রল্যান্ডের 'সিনফিন' আন্দোলন ও মিশনের জাতীয়তাবাসী আন্দোলনের সাফল্য ভারতবাসীর মনে নতুন আশার সঞ্চার করে।

গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-২২) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এ স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলন ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি সাহসী পদক্ষেপ এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন এর ফলে চিরকালের মতো পরিত্যক্ত হয়। গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস এই প্রথম গণআন্দোলনে সামিল হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে মুদ্রাস্ফীতি। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নিত্য ব্যবহ্যর্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য উপযুক্ত দাম পেল না। শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত হল। এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি— পূর্ণস্বরাজ অর্জন, খিলাফত আন্দোলনের দাবি পূরণ। আন্দোলন দু'ধরনের কর্মসূচি ছিল।

নেতিবাচক কর্মসূচির দ্বারা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে প্রশাসন অচল করে দেওয়ার পরিকল্পনা। সরকারি খেতাব, অনুষ্ঠান বর্জন করা, সরকারি আদালত বর্জন করা, সরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করা নেতিবাচক কর্মসূচির পাশাপাশি ইতিহাসক বা গঠনমূলক কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয় এগুলির মধ্যে ছিল গ্রামোন্নয়ন কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, সুতকাটা খদ্দরের বস্ত্র ব্যবহার প্রভৃতি। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মহ, আলি জিন্না প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃগিত হয়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব সর্বম্মতিতে গৃহিত হলে দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১ বর্জন করে আন্দোলনের ডাকে ছাত্র শিক্ষকরা সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে আসে। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র বসু, জাকির হোসেন, নরেন্দ্রদেব প্রভৃতিরা গ্রহণ করলেন শিক্ষকের দায়িত্ব। আইনজীবীরা সরকারি আদালত বর্জন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, বিটলভাই প্যাটেল সরকারি আদালত বর্জন করেন। নগর জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে আন্দোলনের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিলক স্বরাজ তহবিল গঠন করা হয়। ছয় মাসের মধ্যে সংগৃহীত হয় প্রায় এক কোটি টাকা।

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আসে মুদ্রাস্ফীতি। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নিত্য ব্যবহ্যর্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ার কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য উপযুক্ত দাম পেল না। শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি থেকে বঞ্চিত হল। এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

অসহযোগি আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও গণসমথীনে শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার প্রিন্স ওয়েলসকে (যিনি ইংল্যান্ডের যুবরাজ) ভারতে এন রাজভক্তি জাগরিত করে আন্দোলনকে দুর্বল করতে চেয়েছিল। কংগ্রেস সুবরাজের সফর বয়কট করে। ১৯২১ সালের ১৭ নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাইয়ে অবতরণ করেন। কংগ্রেসের ডাকা বোম্বাই এবং বারতের অন্যান্য অঞ্চলে হরতাল পালিত হয়।

লর্ড রীডিং বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন। রীডিং কঠোর হাতে অসহযোগ আন্দোলন দমন করতে বন্ধপরিকর হলে নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর গুলি ও লাঠি চালনা করা হয়। গান্ধিজি ব্যতীত কংগ্রেস ও খিলাফতের সমস্ত নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। গান্ধিজি গর্ভনর জেনারেলকে জানালেন যে সাতদিনের মধ্যে যদি বন্দি সত্যাগ্রহীদের মুক্ত না করা হয় তাহা হইলে তিনি দেশবাসীকে রাজস্ব না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন।

১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গোরক্ষপুর জেলার চৌরচৌরা থানার অধিবাসীরা পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে থানা আক্রমণ করেন এবং থানায় আগুন ধরিয়ে দেন। ২২ জন পুলিশ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। অহিংস আন্দোলনের সহিংস রূপ গ্রহণে বিচলিত গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গান্ধিজির ইচ্ছানুযায়ী আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে। দেড় বছরেরও কম সময় ধরে চলেছিল অহিংস অসযোগ আন্দোলন। ওই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলন হঠাৎ করে নেওয়ার ফলে এক বিরাট প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটেছিল। মতিলাল নেহরু মন্তব্য করেছিলেন, একটি স্থানের জনতার পাপের জন্য গান্ধিজি সমগ্র দেশবাসীকে দণ্ডিত করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু আন্দোলন প্রত্যাহারকে জাতীয় বিপর্যয় বলে অভিহিত করেন। গান্ধিজির কারাদণ্ডের কোন প্রতিবাদই কেউ করলেন না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার নজরুল কলাক্ষেত্রে পেইন্টিং ওয়ার্কশপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

রামানুজন পুরস্কার সম্মানিত নীনা, বললেন অনেক গাণিতিক সমস্যার সমাধান এখনও বাকি

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): চতুর্থ ভারতীয় গণিতজ্ঞ হিসেবে এবার রামানুজন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কলকাতার মেয়ে অধ্যাপিকা নীনা গুপ্ত। উন্নয়নশীল দেশের তরুণ গণিতজ্ঞদের জন্য প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। গণিতের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত নীনা জানিয়েছেন, 'গণিতের এখনও এমন অনেক সমস্যা রয়েছে, যা সমাধান করা বাকি।' উন্নয়নশীল দেশ থেকে তরুণ গণিতজ্ঞ হিসেবে নীনা ২০২১ সালের রামানুজন পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর 'অ্যাফাইন অ্যালজেব্রিক জিওমেট্রি' এবং 'কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রা'য় দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য। রামানুজন পুরস্কার পাওয়া তিনি তৃতীয় ভারতীয় মহিলা। গাণিতিক গবেষণায় নব দিগন্ত উন্মোচনের জন্য ৪৫ বছরের কম বয়সীদের রামানুজন পুরস্কার দেওয়া হয়।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় নীনা বলেছেন, 'এই পুরস্কার পেয়ে আমি অবশ্যই ভীষণ খুশি। ভালো কথা হল ভারতে গণিতের ক্ষেত্রে যে চমৎকার গবেষণার কাজ হচ্ছে তা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পাচ্ছে। তবে, অনেক কাজ করতে হবে। গণিতের ক্ষেত্রে এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে, যার সমাধান আবশ্যিক এবং লাগাতার কাজ করতে হবে।' নীনা বলেছেন, এই পুরস্কার তাঁকে গণিতের ক্ষেত্রে আরও প্রচুর গবেষণা এবং কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর কথায়, 'গণিতের একজন গবেষক হিসাবে, আমি মনে করি সমগ্র বিশ্বে গণিতবিদদের দ্বারা সমাধান করা অনেক গাণিতিক সমস্যা রয়েছে। রামানুজন পুরস্কারের নামকরণ করা হয়েছে ভারতের মহান গণিতবিদ 'শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার'-এর নামে, এ জন্য সমস্যার দ্রুত সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের গণিতবিদদের দায়িত্বও বেশি।' নীনা গুপ্ত জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যে চার জন রামানুজন পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের তিন জনই আইএসআই-এর অধ্যাপক।

অতীতেও অনেক পুরস্কার জিতেছেন নীনা গুপ্ত

২০১৯ সালে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর প্রাইজ ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন নীনা গুপ্ত। বীজগণিত জ্যামিতির ক্ষেত্রে 'জারিস্কি বাতিল সমস্যা' সমাধানের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি কর্তৃক তিনি তরুণ বিজ্ঞানী পুরস্কারে ভূষিত হন। অ্যাকাডেমি তাঁর দ্বারা সমাধান করা প্রশ্নটিকে 'সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বীজগণিত জ্যামিতির সেরা কাজ' হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই কঠিন প্রশ্নটি ১৯৪৯ সালে অস্কার জারিস্কি প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি আধুনিক বীজগণিত জ্যামিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচিত হন।

কলকাতায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা নীনার

নীনা গুপ্ত জানিয়েছেন, তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এখানেই বড় হয়ে ওঠেন। ডানলপের খালসা হাইস্কুলের প্রাক্তনী নীনা ছেলেবেলা থেকেই অঙ্কের পোকা। বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তাঁর গন্তব্য ছিল বরাহনগর আইএসআই। স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি করার পর আইএসআই-তেই অধ্যাপনা শুরু। এখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপিকা। নীনা গুপ্ত বলেছেন, গণিতকে মানুষ কঠিন মনে করেন, কিন্তু ততটাও কঠিন নয়।

নীনা জানান, তাঁর বাবা মূলত রাজস্থান থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি ভারতীয় জীবন বীমা নিগমে বিকাশকারী হিসাবে কাজ করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। নীনা কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করেছেন। গণিতের ক্ষেত্রে গবেষণায় মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে নীনা বলেন, মেয়েদের মেধার কোনও অভাব নেই। তাঁর এই প্রাপ্তিতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশই গর্বিত।

সংসদকে হত্যা করা হচ্ছে রাজ্যসভায় সরব ডেরেক ও'ব্রায়েন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): আধার-ভোটার কার্ডের লিঙ্ক বিল নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় তৃণমূলের নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, আবারও রাজ্যসভা টিভি সেন্সর করা হচ্ছে। সরকার সংসদে কোনও নিয়ম মানছে না। সংসদকে হত্যা করা হচ্ছে।

আজ রাজ্যসভায় আধার-ভোটার কার্ডের লিঙ্ক বিল উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তার পর বিল নিয়ে আলোচনা চায় বিরোধীরা। কিন্তু সরকার সেই দাবি মানতে চায়নি। এই নিয়েই ক্ষোভ উগড়ে দেন তৃণমূল সাংসদ। ডেরেক বলেন, 'আবারও রাজ্যসভা টিভি সেন্সর করা হচ্ছে। বিরোধীরা আধার-ভোটার কার্ডের সংযুক্তিকরণের বিরোধিতা করেছিল। বিরোধী দলগুলির সাংসদরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখালেও সরকার কোনও কথা শুনতে চায়নি। সরকার সংসদে কোনও নিয়ম মানছে না। শুধুমাত্র চেয়ারম্যান এবং ট্রেজারি বেঞ্চকে দেখানো হচ্ছে।'

তৃণমূল সাংসদের কথায়, 'কৃষি বিলের মত একই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। সংসদীয় নিয়মকানুনকে বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র। সে কারণেই আমরা ওয়াকআউট করেছি। টিভিকে সেন্সর করা হচ্ছে। সংসদকে হত্যা করা হচ্ছে। আপনারা সকলেই জানেন কৃষি বিলের ক্ষেতে কী পরিস্থিতি তৈরি করেছিল সরকার।' এর আগেও সংসদ টিভি সেন্সর করা হচ্ছে দাবি করেছিলেন ডেরেক। তিনি বলেছিলেন, 'সংসদ টিভিতে শুধুমাত্র স্পিকার, ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং বিজেপি সাংসদদের দেখানো হচ্ছে। বিরোধীদের বিক্ষোভ, স্লোগানিং কিছুই দেখানো হচ্ছে না। সাংবাদিকরাও প্রবেশ করতে পারলে তাও বিরোধীদের ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসী জানতে পারত। কিন্তু তা নিষেধ হওয়ায় অনেক কিছুই আড়ালে থেকে যাচ্ছে।'

এদিন দুপুরে রাজ্যসভায় নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত আইন পাসের সময় সংসদের আইন বিধি (রুল বুক) ছুড়ে ফেলেন সাংবাদিকদের টেবিলে। সেকারণে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। ২৩ তারিখ পর্যন্ত চলা বর্তমান শীতকালীন অধিবেশনে আর তিনি যোগ দিতে পারবেন না বলে সংসদ সূত্রে খবর। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় টুইট করেন ডেরেক। টুইটে লিখেছেন, 'রাজ্যসভায় যেদিন বুলডোজার চালিয়ে কৃষি আইন পাস করিয়েছিল কেন্দ্র, সেদিন আমাকে বহিষ্কার করা হয়। আমরা সবাই জানি তারপর কী হয়েছিল। আজ বিজেপি যখন সংসদীয় কাজকর্মকে প্রায় উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে গেছে, একই রকমভাবে বুলডোজার চালিয়ে নির্বাচনী আইন ২০২১ রাজ্যসভা থেকে পাস করিয়ে নিয়েছে, তখনও আমাকে একই রকমভাবে আমাকে সাসপেন্ড করা হল। আশা করি, এই বিলও খুব দ্রুতই বাতিল করে করে দেওয়া হবে।' —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করিমগঞ্জের লঙ্গাই নদীর জল শোধনকেন্দ্র নবীকরণ প্রসঙ্গে বিধায়ক কমলাক্ষের প্রশ্ন, গতানুগতিক জবাব মন্ত্রী রঞ্জিতের

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের লঙ্গাই নদীর জল শোধনকেন্দ্র নবীকরণের জন্য জেলা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ ৫৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্পের এস্টিমেট তৈরি করেছিল। পিএইচই / করিমগঞ্জ / এম-৮৩ / ২০১৬-১৭ নম্বরের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ২০১৬ সালের ২৮ নভেম্বর করিমগঞ্জ পুরসভাকে এ সম্পর্কে একটি পত্র প্রেরণ করেছিল। ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই কেএমবি / পিডব্লিউ /২০১৭-১৮/ ১০৮ নম্বরের পত্র মারফত ২০১৭ সালের ১৬ মে করিমগঞ্জ পুরসভা প্রকল্পের এস্টিমেটের কপি বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে পিএইচইডি-২২৩/২০১৬/২০ নম্বরের পত্র মারফত ২০১৭ সালের ২৮ জুলাই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের উপ-সচিব আরবান ডেভেলপমেন্টের কমিশনার-সচিবের কাছে লঙ্গাই জল শোধনকেন্দ্র নবীকরণ প্রকল্পের জন্য তৈরিকৃত ৫৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার এস্টিমেট কপিটি পাঠিয়ে দেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্পের অনুমোদন এখন পর্যন্ত দেয়নি। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের তারাবিহীন ৫৯ নম্বর লিখিত এক প্রশ্নের উত্তরে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস লিখিতভাবে আজ মঙ্গলবার বিধানসভায় এ তথ্য জানান।

সেই সঙ্গে কমলাক্ষের লিখিত অন্য আরেকটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সিপিএইচইইও-র নির্দেশে জনপ্রতি দৈনিক ১৩৫ লিটার জল সরবরাহ করার কথা। কিন্তু বর্তমানে লঙ্গাই জল শোধন প্রকল্প থেকে শহর এলাকায় জনপ্রতি দৈনিক ১১০ লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। লঙ্গাই জল শোধনকেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত জলের নমুনা নিয়মিতভাবে জেলা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং বিআইএস স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে তুলনা করেই এই জল পানের উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয় বলেও লিখিতভাবে জানান বিভাগীয় মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস।

প্রায় অর্ধশতাব্দী প্রাচীন লঙ্গাই জল সরবরাহ প্রকল্পের পাইপ লাইন বিভিন্ন সময় নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যার দরুন শহর এলাকার কোনও কোনও স্থানে পানীয় জলের গুণগত মান নিম্নগামী হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নজরে আসার সাথেই সাথেই পুরসভা কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ লাইন সারাই করে নেন বলেও কমলাক্ষের প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান বিভাগীয় মন্ত্রী দাস।

করিমগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলের পানীয় জল প্রকল্পগুলো ডিজেলের দ্বারা চালিত হয়। পূর্বতন কোনও সরকার পানীয় জল প্রকল্পগুলো ডিজেলের পরিবর্তে অন্য কোনও উপায়ে চালিত করার কোনও প্রয়াস নেয়নি। বর্তমান সরকার রাজ্যের ডিজেল চালিত প্রতিটি জল প্রকল্পকে বৈদ্যুতিকরণ করতে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলেও কমালক্ষকে লিখিতভাবে অবগত করেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালেও বিধানসভা অধিবেশনে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ তারাবিহীন ১২২ নম্বর প্রশ্নের মাধ্যমে লঙ্গাই জল শোধনকেন্দ্র নবীকরণের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। সে সময়ও তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রী লিখিতভাবে একই উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সাড়ে চার বছর পরও লঙ্গাই জল শোধনকেন্দ্র নবীকরণে সরকার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। অর্ধশতাব্দী প্রাচীন লঙ্গাই জল শোধন কেন্দ্রটির পরিকাঠামো অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। শহরের পাইপ লাইনের অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। ভগ্ন পাইপ লাইন দিয়ে নর্দমার জল গ্রাহকদের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। এতে শহরের নাগরিককুল নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সরকার তথা বিভাগীয় তরফে কোনও হেলদোল নেই। লঙ্গাই জল শোধনকেন্দ্রটি আধুনিকীকরণের জন্য শহরের সচেতন নাগরিককুল সরকারের কাছে জোরদার দাবি উত্থাপন করেছেন।

অসম বিধানসভা : ১০ মিনিট সময় দিলাম, যত ইচ্ছা হট্টগোল করুন, কিছু বলব না, ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষের

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসম বিধানসভায় এক ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। আজ মঙ্গলবার ছিল শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন। সদনের কার্যক্রমণিকা শুরু হওয়ার পর গতকালের মতো বিরোধীরা হট্টগোল শুরু করেন। হট্টগোল চরমে ওঠে শাসক দলের বিধায়কদের হস্তক্ষেপে। বিবদমান উভয় পক্ষকে কোনও অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না অধ্যক্ষ। অবশেষে ব্যতিক্রমী রায় দিয়ে বলেন, 'আপনাদের ১০ মিনিট সময় দিলাম, এই সময়ের মধ্যে যত পারেন চেঁচামেচি, ঝগড়া করুন। আমি হস্তক্ষেপ করব না। তবে সময়সীমা পার হলে তা আর চলতে দেওয়া যাবে না।' বলেই নিজের আসনে চুপ করে বসে পড়েন ক্ষুব্ধ অধ্যক্ষ দৈমারি।

গতকাল সোমবার থেকে বিধানসভায় শুরু হয়েছে পাঁচ দিবসীয় শীতকালীন অধিবেশন। গতকাল হাঙ্গামার দরুন দশ মিনিটের জন্য অধিবেশন মুলতবি করেছিলেন অধ্যক্ষ। আজ দ্বিতীয়দিনের অধিবেশনেও অনুরূপভাবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে অভিনব এই পদক্ষেপ নিয়েছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ।

মূলত প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাসের এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সরকার পক্ষ ও বিরোধী বিধায়কদের আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। দশ মিনিট পর অধ্যক্ষ দৈমারি তাঁর মাতৃভাষা বড়ো ভাষায় বিধায়কদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন। অধ্যক্ষের কৌশলি পদক্ষেপে সব বিধায়ক চুপ হয়ে যান। যাকে বলে পিনড্রপ সাইলেন্ট। কেননা কেবলমাত্র বড়োভাষিক চার-পাঁচ জন বিধায়ক ছাড়া বাকি কেউ-ই তাঁর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছিলেন না।

এদিকে, কংগ্রেস বিধায়ক ভরত নরহ বিধানসভার রুলবুক দেখিয়ে নির্দিষ্ট বিধি বলে বিরোধীদের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

এরই মধ্যে নির্দলীয় (রাইজর দলের একমাত্র বিধায়ক) বিধায়ক অখিল গগৈয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে উঠেন অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ। মন্ত্রী উত্তর দিতে শুরু করলেই অখিল গগৈ তাঁর স্বভাবসুলভ আচরণে বাধা দিতে শুরু করেন। এক সময় অখিল ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে অর্থমন্ত্রীর জবাবি-বক্তব্যে ব্যাঘাত সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকেন তা দেখে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেননি। তিনিও সমস্বরে অখিল গগৈকে তিরস্কার করতে থাকেন। ইত্যবসরে শাসকদলের বিধায়করাও ব্যাপক হট্টগোল শুরু করে দেন। যার প্রভাবে নিজের আসনে বসতে বাধ্য হন অখিল।

তখন বিরোধীরা তাঁদের আসন থেকে উঠে এ ঘটনার প্রতিবাদ শুরু করেন। তবে অধ্যক্ষ পরিস্থিতি সামাল দেন। এর পর অবশ্য অধিবেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলে।

১১ লক্ষ টাকার বার্মিজ সুপারি কাছাড়ের লায়লাপুরে, তিনটি সুমো সহ আটক তিন

ধলাই (অসম), ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের প্রচুর পরিমাণের বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে কাছাড় পুলিশ। মিজোরামের আইজল শহর থেকে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার পথে অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী লায়লাপুর পুলিশ চেকগেটে তালাশি অভিযানে এবার ১১ লক্ষ টাকা মূল্যের বার্মিজ সুপারি উদ্ধার করা হয়েছে। অবৈধ বার্মিজ সুপারি পাচারের অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

কাছাড় জেলার ধলাই থানার অধীন লায়লাপুর পেট্রোলপোস্টের ইনচার্জ বীরকুমার সিংহের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় সড়কে চলাচলকারী যানবাহনে তল্লাশি করার সময় তিনটি টাটা সুমো গাড়ি থেকে মোট ২,২০০ কিলোগ্রাম ওজনের বার্মিজ সুপারি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিনা চালানে অবৈধ উপায়ে যাত্রীবাহী টাটা সুমোয় বস্তাবন্দি করে চোরাচালানের চেষ্টা হচ্ছিল এই বার্মিজ সুপারিগুলো। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ইন্টারস্টেট ম্যাক্সি ক্যাবের এএস ১০ সি ৪৪৯৫, এমজেড ০২ এ ০০১২ নম্বরের দুটি ক্রুজার এবং এমজেড ০৪ ৪৯৯৬ নম্বরের টাটা সুমো। আটক তিন চালকের নাম আব্দুল হেলিম, তাহির আলি এবং আব্দুল ওয়াহিদ। ধৃত তিন চালকের বাড়ি করিমগঞ্জ জেলার কালিগঞ্জ বাজারে।

পুলিশের প্রাথমিক জেরায় ধৃত তিন চালক জানিয়েছে, মিজোরামের আইজল শহর থেকে বার্মিজ সুপারিগুলো করিমগঞ্জ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। পরে করিমগঞ্জ থেকে সংশ্লিষ্ট সিন্ডিক্যাটের হাত ধরে বহিঃরাজ্যে পাচারের কথা ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত তিনদিন আগে বহু বিতর্কিত বার্মিজ সুপারি সিন্ডিক্যাটের কুখ্যাত পাণ্ডা শিলচরের বাসিন্দা জনৈক নয়ন ঘোষকে গুয়াহাটি থেকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বার্মিজ সুপারি পাচারের আন্তঃরাজ্য স্তরে মাফিয়া সিন্ডিক্যাটের অন্যতম কাণ্ডারি নয়ন ঘোষের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও মালোয়েশিয়া থেকে বহুচর্চিত বার্মিজ সুপারি সিন্ডিক্যাটের অবৈধ রমরমা ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে এই সুপারিগুলোর বাজারমূল্য বহুগুণ বেশি। বরাক উপত্যকাকে করিডোর বানিয়ে প্রতিনিয়ত ট্রাকের পাশাপাপাশি নাইট সুপার বাসে করে বেপরোয়াভাবে পরিবহণ করা হয় বার্মিজ সুপারি। বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি, আলগাপুর, পাঁচগ্রাম, করিমগঞ্জ, ভাঙ্গা বাজার, বদরপুর, শিলচরের মধুরবন্দ, চামড়াগুদাম, রামনগর, কাটিগড়া, কালাইন, ভাটপাড়া ও গুমড়া বাজারে অসংখ্য বড়বড় গোপন গুদাম রয়েছে বার্মিজ সুপারির। প্রতিটি গুদামে যে কোনও সময় ন্যূনতম হাজার কুইন্টাল পরিমাণের বার্মিজ সুপারি মুজত থাকার খবর পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র কালাইন বাজারের আশপাশে কম করেও পঁচিশটি গুদাম রয়েছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গেছে।

অসমে ৯৯,৪৮৪ দিব্যাঙ্গ লাভ করেছেন পেনশন, বিধানসভায় মন্ত্রী

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমে সমাজকল্যাণ দফতর কর্তৃক রূপায়িত দীনদয়াল দিব্যাঙ্গ পেনশন প্রকল্পের অধীনে ২০২১ সালের নভেম্বর ৯৯,৪৮৪ জনকে পেনশনের চাকা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বলে জেলাভিত্তিক প্রত্যেক দিব্যাঙ্গকে প্রতি মাসে এক হজার টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়। অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন আজ মঙ্গলবার বিধায়ক তেরস গোয়ালার এক জিজ্ঞাসার উত্তরে সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অজন্তা নেওগ এই তথ্য দিয়েছেন।

মন্ত্রী অজন্তা বলেন, দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যেক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। জেলাস্তরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের অধীনে পেনশন প্রদান কর হয়। দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সব জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকের কার্যালয়ে সুবিধাভোগীরা দিব্যাঙ্গজনিত প্রমাণপত্র, ব্যাংকের সবিশেষ তথ্যাদি, মোবাইল ফোনের নম্বর দাখিল করে আবেদন করতে পারবেন।

বিস্তৃত তথ্য দিয়ে বিধানসভায় মন্ত্রী আরও জানান, দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পেনশন প্রকল্পের অধীনে চলতি ২০২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত যে ৯৯,৪৮৪ জনকে পেনশন প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে নগাঁও ও হোজাইয়ে সর্বাধিক ৮,৫৮৭ জন, গোয়ালপাড়ায় ৬,৪৯১ জন, ধুবড়ি ও দক্ষিণ শালমারায় ৫,৭৬০ জন, শোণিতপুরে ৫,৩৪৬ জন, কাছাড়ে ৪,৪৯০ জন এবং কামরূপ মহানগর জেলায় ২,০৮৫ জন দিব্যাঙ্গ পেনশন লাভ করেছেন।

শীত একটু কমলো তিলোত্তমায়, পারদ-পতন ১২ ডিগ্রির মধ্যেই

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে শীতে রীতিমতো কাঁবু হয়ে পড়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। শীত পোশাক শরীরে থাকা সত্ত্বেও কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা। উত্তুরে হওয়ার সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে দ্রুত নামছে তাপমাত্রার পারদ। কলকাতায় মঙ্গলবার আগের দিনের তুলনায় পারদ-পতন না হলেও, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে ১২ ডিগ্রির মধ্যেই। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকেও ৩ ডিগ্রি কম।

কলকাতার তুলনায় রাজ্যের অন্যান্য জেলায় অত্যধিক ঠাণ্ডা, হাওড়া থেকে হুগলি, বাঁকুড়া থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে বর্ধমান-সর্বত্রই জম্পেশ ঠাণ্ডা। শীত থেকে বাঁচতে এখন আগুনই ভরসা সকলের। শীতে জবুথবু উত্তরবঙ্গও। দার্জিলিঙে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কনকনে ঠাণ্ডায় কাঁপছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম চত্বরে হাতাহাতি, বচসায় জড়ালেন কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মীরা

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার ফলপ্রকাশের দিন সকাল গড়াতেই অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হল গণনাকেন্দ্রের সামনে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম চত্বরে হাতাহাতি, বচসায় জড়ালেন কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। ছেঁড়া হয় তৃণমূলের পতাকা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তা সামলাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামে।

ভোটগণনার শুরু থেকে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণনাকেন্দ্র নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভিড় জমেছিল তুলনায় খানিকটা বেশি। তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি — সব দলের সমর্থকরা জমায়েত করেছিলেন। বরো ৩,৪,৫,৬ নম্বরের গণনা চলে এই কেন্দ্রে। বেলা বাড়তেই ফলাফল প্রকাশ্যে আসতে থাকে। দেখা যায়, ৪৫ নং ওয়ার্ড থেকে জিতেছেন দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক। অভিযোগ, তিনি সমর্থকদের নিয়ে গণনাকেন্দ্র থেকে বেরতেই দু'পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাঁধে। তা ধীরে ধীরে হাতাহাতির রূপ নেয়। রাস্তায় তৃণমূলের ছেঁড়া পতাকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাজনৈতিক অশান্তির জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করে তৃণমূল। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন ছিলই। তাঁরাই অশান্তির খবর পেয়ে ছুটে যায়। দু'পক্ষকে শান্ত করতে বেশ বেগ পেতে হয়। গণনাকেন্দ্রের সামনেই এই ঘটনায় দায়ী কংগ্রেস। এমনই অভিযোগে সরব তৃণমূল প্রার্থী এবং সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, একটি ওয়ার্ডে জিতেই কংগ্রেস অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। তার জেরেই এই অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস সমর্থকদের পালটা দাবি, তৃণমূল প্রার্থীই হার স্বীকার করতে না পেরেই এমন বচসায় জড়ালেন। তবে অশান্তির জন্য যে পক্ষই দায়ী হোক, পুরসভার ভোটে গণনা চলাকালীন কেন্দ্রের সামনে এমন অশান্তি নজিরবিহীন বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজেপিতে যোগ দিলেন রাণা গুরমিত সোধি, বললেন প্রধানমন্ত্রীই পঞ্জাবকে বাঁচাতে পারেন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিলেন পঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী রাণা গুরমিত সিং সোধি। মঙ্গলবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত ও ভূপেন্দ্র যাদবের উপস্থিতিতে বিজেপি যোগ দিয়েছেন পঞ্জাবের গুরু হর সাহাই আসনের বিধায়ক ও পঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী রাণা গুরমিত সিং সোধি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর গুরমিত জানিয়েছেন, 'পঞ্জাবের বৃহত্তর স্বার্থে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপিই পঞ্জাবকে বাঁচাতে পারে।'

এদিনই কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন রাণা গুরমিত সিং সোধি। পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত রাণা গুরমিত সিং সোধি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সোধি জানিয়েছেন, 'রাজ্যের সুরক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি এখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন কোন্দল পঞ্জাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছে।'

সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল বিরোধীদের, রাহুল বললেন অজয়কে আমরা ছাড়ছি না

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): লখিমপুর খেরির ঘটনায় এমনিতেই উত্তাল সংসদ। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের অপসারণ ও রাজ্যসভার ১২ জন সাংসদের সাসপেনশন তুলে নেওয়ার দাবিতে বিরোধী দলের সাংসদরা সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করলেন। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরের গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিলে যোগ দেন কংগ্রেস, তৃণমূল, শিবসেনা, ডিএমকে, এনসিপি-সহ সব বিরোধী দলের সাংসদই।

লখিমপুরের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের অপসারণ চেয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আমরা তাঁকে ছাড়ছি না; আজ হোক অথবা আগামীকাল তাঁকে জেলে পাঠাতেই হবে।' রাহুল আরও বলেছেন, 'আরও একবার লখিমপুরের ঘটনাকে উত্থাপন করছেন বিরোধীরা। একজন মন্ত্রীর ছেলে কৃষকদের হত্যা করেছে, রিপোর্টে এটাকে ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছুই করছেন না। আপনি (প্রধানমন্ত্রী) ক্ষমা চাইছেন (কৃষকদের কাছে), কিন্তু মন্ত্রীকে অপসারণ করছেন না।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্বকের বিরক্তিকর সমস্যা স্ক্যাবিস

স্ক্যাবিসের প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত উপসর্গ চুলকানি, বিশেষ করে রাতে চুলকানোর প্রকোপ বেড়ে যায়। লাল ক্ষুদ্র ফুসকরি দেখা যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে পরে ত্বক খসখসে বা মাছের আঁশের মতো হতে পারে।

ত্বকের বিরক্তিকর স্ক্যাবিস ঃ স্ক্যাবিস আমাদের ত্বকের একটি অতি সাধারণ সমস্যা। একটু সচেতনতার সঙ্গে চিকিৎসা করলে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। আবার একটু অবহেলার কারণে কিডনি ও হৃদযন্ত্রের জটিলতাসহ বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দেয়। স্ক্যাবিস নতুন কোনো রোগ নয় বরং এই সমস্যা প্রায় ২৫ হাজার বছর ধরে মানুষের মাঝে বিস্তৃত হচ্ছে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটি মানুষ প্রতি বছর এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিষ্কার - পরিচ্ছন্নতার তারতম্যের কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সে স্ক্যাবিস হতে পারে। তবে সুসংবাদ হল খুব সহজেই এ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্ভব।

কীভাবে স্ক্যাবিস হয় ঃ- আনুবীক্ষণিক এ মথটি খালি চোখে দেখা যেতে পারে। আট পা বিশিষ্ট গোলাকার ক্ষুদ্র এ মথটি ত্বকে লুকিয়ে থাকে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ ধরনের অ্যালারজিক ক্রিয়ার ফলে ত্বক চুলকায় যা অনেক সময় এত বেশি হতে পারে যে, চুলকানোার ফলে রোগী রাতে ঘুম থেকে জেগে যেতে পারে। ঘনিষ্ঠ স্পর্শের মানুষের মধ্যে স্ক্যাবিস ছড়ায়। ছেলেমেয়ে , বন্ধু-বান্ধব অথবা পরিবারের জন্য যে কোনো সদসস্য স্ক্যাবিসের উৎস হতে পারে। ঘনবসতিমপূর্ণ জায়গা যেমন শিশু সদন, এতিমখানা, জেলখানা, হাসপাতালে স্ক্যাবিস সহজে ছড়াতে পারে। যাদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে এবং যারা একই বিছানা, পরিধেয় বস্ত্র ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে তাদের মদ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। উষ্ণতা ও গন্ধের প্রতি আকৃষ্ক হয়ে স্ত্রী মথ প্রথমত ত্বকে লুকিয়ে থাকে পরে ডিম পারে এবং বিষ নিঃসরণ করে অ্যালারজিক বিক্রিয়া ঘটায়। লার্ভা বা নতুন মথ ত্বকের উপর দিয়ে চলাফেরা শুরু করে এবং শরীরের গুপ্তস্থানে থেকে পরিণত হয়। নখের আঁচড়ে সৃষ্ট ত্বকের ভাঁজে মথটি ২৪ ঘণ্টা বা এর চেয়ে বেশি দিন বাঁচাতে পারে। যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বিশেষ করে যারা নিয়মিত স্নান

করে তারা এক পর প্রথম চুলকানি অনুভব করতে পারে।

রোগের উপসর্গ ঃ- স্ক্যাবিসের প্রাথমিক এবং অতি পরিচিত উপসর্গ চুলকানি, বিশেষ করে রাতে চুলকানোর প্রকোপ বেড়ে যায়। লাল ক্ষুদ্র ফুসকারি দেখা যেতে পারে। সময়মতো চিকিৎসসা না হলে পরে ত্বকে খসখসে বা মাছের আঁশের মতো হতে পারে। স্ক্যাবিস সৃষ্টকারী আনুমানিক ০.৪ মিঃমিঃ মথ বা খালি চোখে দৃশ্যমান। স্ক্যাবিস উষ্ণ স্থান পছন্দ করে। এ কারণে নিম্নলিখিত জায়গায় স্ক্যাবিস বেশি দেখ যায়।

শরীরের গুপ্তস্থানে ঃ- আঁটসাট পোশাকের নিচে, দুই আঙুলের ফাঁকে, নখের নিচে, কনুই বা কব্জির উপরে, নিতম্ব বা কোমরের নিচে, স্তন বৃন্তের চারদিকে, পুঃলিঙ্গের উপরে, ঘড়ি, চুড়ি বা আংটির নিচে মথটি লুকিয়ে থাকতে পারে।

শিশুদের ক্ষেত্রে হাত ও পায়ের তালু, মাথাসহ শরীরের যে কোনো জায়গায় হতে পারে। চুলকানিজনিত কারণে রাতে ঘুম না হওয়ায় শিশুরা ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে যায়। আঁচড়ের কারণে স্ক্যাবিস আক্রান্ত ত্বকে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

রোগ নির্ণয় ঃ চর্ম বিশেষজ্ঞ মাথা হতে পা পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতকার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে রোগটি নির্ণয় করে থাকেন।

কারা স্ক্যাবিসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঃ স্ক্যাবিসের জন্য তারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ঃ- স্ক্যাবিসের জন্য তারাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। যারা অন্যদের সঙ্গে শারীরিক স্পর্শে আসে। যেমন শিশু, শিশুদের মা, যৌনকার্য সক্ষম পরিণত নর-নারী।

আশ্রমে বসবাসকারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুদের পায়ের তালুতে স্ক্যাবিস, নাভি ও কোমরের স্ক্যাবিস হয়ে থাকে।

স্ক্যাবিস থেকে মুক্তির উপায় ঃ- ভাালো করে সাবান দিয়ে স্নান করার পর শরীর ভালো করে মুছে শুকাতে হবে। এরপর ৫ শতাংশ পারমিথ্রিন ক্রিম হাত ও পায়ের তালু, নখ, কুঁচকিসহ গল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় লাগাতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর আবার সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। এক সপ্তাহ পর আবার একই চিকিৎসা নিতে হবে। পারমিথ্রিন ক্রিমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ত্বক সাময়িক জ্বালাপোড়া করতে পারে। আবার স্ক্যাবিস দ্বারা আক্রান্ত হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামশ নিতে হবে।

স্ক্যাবিস চিকিৎসায় আইভারমেক্টিন নামক মুখে খাবার ওষুধ পাওয়া যায়, যা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সেবন করা উচিত। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের এ ওষুধ দেওয়া হয় না।

চিকিৎসার পরিপূর্ণ সুফল পেতে যা করণীয় ঃ

যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা গ্রহণ,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা,

পরিবারে আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ করা। আক্রান্ত সবাই একই সঙ্গে চিকিৎসা গ্রহণ না করলে কখনই চিকিৎসা সম্পন্ন হবে না।

পরিধেয় বস্ত্র ধুয়ে ইস্ত্রি করে পারতে হবে, বিছানা গরম জল দিয়ে ধুয়ে আবার ব্যবহার করতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। নিয়মিত সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে। স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। স্ক্যাবিস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক বা বিছানা ব্যবহার না করা।

সিজারের পর নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব

আমাদের দেশে অনেকেরই একবার সিজারের মাধ্যমে ডেলিভারি হলে পরবর্তী প্রতিটি প্রেগনেনসিতে সিজার করার দরকার হয়। এমেরিকান প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্টে অনুযায়ী সিজারিয়ান ডেলিভারির পরও ৯০ শতাংশ মায়েরা পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি করানোর জন্য উপযুক্ত থাকেন। এদের মধ্যে ৬০-৮০ শতাংশ মায়ের কোনো সমস্যা ছাড়াই সফলভাবে নরমাল ভেজাইনাল ডেলাভারি সম্ভব হয়। কিন্তু ডেলিভারি ট্রায়াল দেয়ার আগে দেখে নিতে হবে কোন কোন মা এই ডেলিভারির জন্য উপযুক্ত। এজন্য আগে সিজার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিতে হবে। যেমন ঃ- যাদের আগে একটি সিজার হয়েছে, তারাই কেবলমাত্র পরে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দিতে পারবে।

কী কারণে সিজার হয়েছিল? সিজার এমন কিছু কারণে হয়েছিল, যা পুনরাবৃত্তি হওয়ার আশঙ্কা কম, যেমন বাচ্চার অ্যাবনরমাল পজিশনের কারণে সিজার হলে কিংবা বাচ্চা বা মায়ের কোনো সমস্যা কারণে সিজার হলে যা বর্তমান প্রেগনেন্সিতে অনুপস্থিত।

আগে সিজারের স্থানটি কতখানি মজবুত আছে ঃ এর ক্ষেত্রেই কেবল পরবর্তী সময়ে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেওয়ার সুযোগ থাকে, এ ক্ষেত্রে পূর্বের সেলাই ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা ০.৫ থেকে ১.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল সিজারের ক্ষেত্রে সেলাই ফাটার হার ৪ থেকে ৯ শতাংশ। দুই প্রেগনেন্সির মধ্যে অন্তর্ত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত, আগের সেলাইয়ের স্থানটি মজবুত হয়। আগের প্রেগনেন্সিতে প্রিভিয়া থাকলে বা সিজারের পর ইনফেকশন হলে সেলাইটের স্থানটি দুর্বল করে ফেলে। যা পরে ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া বর্তমানে প্রেগনেন্সিতে মায়ের অন্য কোনো জটিলতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়ালের জন্য উপযুক্ত ধরা হয় না। বাচ্চার চার কেজির কম থাকা এবং প্রসবের রাস্তা যথেষ্ট প্রশস্ত থাকা ভেজাইনাল ডেলিভারির একটি পূর্ত শর্ত। সবকিছু ঠিক থাকলে এই ডেলিভারির সুবিধা অসুবিধা মা ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। ডেলিভারি এমন হসপিটালে ট্রায়াল দিতে হবে যেখানে ইমারর্জেন্সি সিজার করার দরকার হলে তা দ্রউত এরেঞ্জ করা সম্ভব। বাচ্চা এবং মায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করাটা এ ক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। উন্নত দেশে লেবারের সময় মেশিনের মাধ্যমে বাচ্চাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়।

২০ থেকে ৫০ ভাগা ক্ষেত্রে ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সি সিজারের দরকার হ.য়। এই ডেলিভারির সময় সঠিক মনিটরিং না হলে মা ও বাচ্চার জটিলতার হাত বেড়ে যায়। অপরদিকে সফল ভেজাইনাল ডেলিভারির মাধ্যমে শরীরে বাড়তি অস্ত্রপাচার এড়ানো যায়। শরীরে অস্ত্রোপাচারের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টিসুয এডহশন এবং টিসুয ইনজুরির সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এই ডেলিভারি ব. অস্ত্রোপাচারজনিত সমস্ত রিস্ক থেকে মুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ হাসপাতালে এই প্র্যাকটিসের করা হয় না, এর কারণ দক্ষ লোকবলের অভাব, মা ও বাচ্চার মনটরিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলটা এবং ভেজাইনাল ডেলিভারিতে মায়েদের অনীহা ও ভীতি।

প্রোটিনের জন্য মটরশুঁটি খান

আপনি আমিষাশী হোন বা নিরামিষ, শরীরের জন্য প্রোটিন মাস্ট। প্রোটিন না পেলে শরীরের দফারফা। কম দামে সেই প্রোটিনের জোগান মেটাতে ২ টুকরো মাছ বা ৩ টুকরো মাংসের বদলে খান একবাটি মটরশুঁটি। এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা। পাশাপাশি খাবারের স্বাদ বাড়াতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটির তুলনা নেই। বিভিন্ন রান্না ও স্যালাডে মটরশুঁটির প্রচুর ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওজন কমাতে মটরশুঁটি তুলনা নেই। এছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, পাকস্থলীর ক্যান্সারে দারুন উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে ক্যান্সারে দারুণ উপকারী। বয়স ধরে রাখতে, স্কিনে জেল্লা বাড়াতে সুগার কমাতে মোটরশুঁটির জুড়ি মেলা ভার। চুল পড়া আটকাতে, চোখের দৃষ্টি টানটান রাখতে, হজমশক্তি বাড়াতে, অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের জন্য মটরশুঁটি খুব উপকারী। অ্যালাঝাইমার্স ও আথ্র্যাইটিস রোধেও মটরশুঁটি খুবই উপকারি।

টেনশন কমানোর মূল খাদ্যপ্রাণালী

যে কোনও সময় জীবনে উঁচি দিতে পারে হতাশা। বা ডিপ্রেশন। সে জন্য যে আপনাকে জীবনে ব্যর্থ হতে হবে তা নয়, সফল, স্বচ্ছন্দ জীবনেও ডিপ্রেশন দেখা দিতে পারে। দীপিকা পাড়ুকনের কথাই ধরুন। তিনি নিজে জানিয়েছেন, একটা সময়ে ডিপ্রেশনের জন্য ওষুধ খেতে হয়েছিল। কখনও লেখাপড়া, কখনও কাজের চাপ, আবার কখনও প্রেমে ধোঁকা খাওয়া, নানা কারণে হতে পারে ডিপ্রেশন। তাই উত্তেজনা কমান, খান এমন কিছু খাবার যা এই সময়ে আপনাকে সাহায্য করবে।

হলুদ আর পাতিলেবু ঃ এক গবেষণা বলছে, ক্যান্সার ও অ্যালজাইমারে মত ডিপ্রেশন কাটিয়ে উঠতেও হলুদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে অ্যান্টি ডিপ্রেস্যান্ট মৌল রয়েছে যাা হতাশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে।

ওটমিল ঃ ওটমিলে থাকা কার্বোহাইড্রেট শরীরে সেরোটিন তৈরি করে। সেরোটিন মন ভাল করতে সাহায্য করে, শান্তি এনে দেয়।

আখরোট ঃ আমাদের মস্তিষ্কে ফ্যাটের পরিমাণ ৮০ শতাংশ। আখরোট মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই ফল মন ভাল করে, এর মধ্যে থাকা ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের কাজে সাহায্য করে।

ফলমূল ঃ ফলে প্রচুর ভিটামিন ঃ ফাইবার, আয়রন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট- কী নেই। ডায়াবিটিসের রোগীদের রোজ ফল খাওয়া উচিত, এতে তাদের জি আই কম হয়। ফলে থাকা ভিটামিন ও মিনারেল শরীরে পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

চকোলেট ঃ মানসিক চাপ কমাতে চকোলেটের বিকল্প নেই। বিশেষ করে ডার্ক চকোলেট। এর মধ্যে থাকা ফিনাইলেথাইলামাইন মস্তিষ্ককে শান্ত রাখে।

পেঁয়াজ ঃ পেঁয়াজের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত কোষের মেরামত সাহায্য করে। মন ভাল করতেও।

কেশর ঃ কেশর বহু মানসিক রোগ ও ডিস অর্ডারের ওষুধ। ডায়েট কেশব রাখুন, কমবে ডিপ্রেশন।

ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল ঃ প্রাকৃতিক এসেনশিয়াল অয়েলও ডিপ্রেশন কাটাতে সাহায্য রে। যেমন ল্যাভেন্ডার। ৭-৮ ফোঁটা তেল মাথায় মালিশ করুন। মিষ্টি গন্ধে ডিপ্রেশন কেটে যাবে। হবে ভাল ঘুম।

সবুজ শাকসব্জি ঃ পালংশাক, মেথিশাক বেশি করে খান। কোষকে এরা রোগমুক্ত করে, মেরামত করে মস্তিষ্ককে।

জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার ঃ জিঙ্গ মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। রক্তে জিঙ্কের পরিমাণ কমে গেলে চিন্তা, মানসিক চাপ ও ডিপ্রেশন বেড়ে যায়। অতএব ডায়েট রাখুন পালংশাক, অ্যাভোকোড়া, মাংস, ডিম, কাবুলি চানা ও বাদামের মত জিঙ্গ সমৃদ্ধ খাবারদাবার।

অতিরিক্ত দূষণে কীভাবে সুস্থ রাখবেন নিজের ত্বককে

বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা বাড়ির বাইরে থাকতে হয়, তাঁদের এই দূষিত পরিবেশে নিজের শরীর সুস্থ এবং ফিট রাখা অনেকটাই চ্যালেঞ্জের মতোই। কারণ প্রতিদিন বাড়ি ফিরে হোক অথবা অফিসে, নিজের স্বাস্থ্যের উপর একটু নজর না দিলে ধোঁয়া, ধুলো রোদ আর বাইরের দূষণে আরও জেরবার হয়ে পড়বে আপনার ত্বক। তাইতো পরিবেশেসর ক্রমাগত এই দূষণের বাড়বাড়ন্ত থেকে নিজের এবং পরিবারের সকলের ত্বক সুস্থ রাখতে অবশ্যই মেনে চলুন কিছু স্বাস্থ্য টিপস। যা মেনে চললে আপনি থাকবেন পুরো ফিট। সম্প্রতি দিল্লিতে যেভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়েছে তাতে সবারই উচিত, নিজের ত্বকের উপর একটু যত্ন নেওয়া। আর আপনি যদি দিল্লির বাসিন্দা হন তাহলে তো কোনও কথাই নেই। একটু সময় হাতে নিয়ে নিজের ত্বকের যত্ন নিন। উপকার টের পাবেন শীঘ্রই। রোজকার দূষণের হাত থেকে বাঁচতে অবশ্যই মেনে চলুন এই স্বাস্থ্য টিপসগুলি। ১) বাইরে বেড়নোর আগে অবশ্যই ভালো করে মুখমণ্ডল ঢেকে বেরোন। যেভাবে দিনের পর দিন বাতাসে দূষণের মাত্রা বাড়ছে তাতে বাইরে কোনও কাজে বেরলে অবশ্যই মুখে স্কার্ফ জড়িয়ে নিন। তাহলে সরাসরি বাইরের ধুলো এবং ধোঁয়া আপনার মুখে এসে লাগবে না। ফলে মুখ থাকবে ফ্রেস এবং উজ্জ্বল। এছাড়াও যতটা সম্ভব বাইরে বেরিয়ে মাস্ক ব্যবহার করুন। এতে আপনার ফুসফুসও ভালো থাকবে।

২) বাইরে থেকে এসে ভালো করে মুখ ধুয়ে ফেলুন। বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে এসে অবশ্যই ভালো করে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। প্রয়োজনে কোনও ফেসওয়াশ ব্যবহারও করতে পারেন যাতে মুখের নোংরাগুলো ভালা করে উঠে যায়। এছাড়াও প্রতিদিন অন্তত দুবার ভালো পরিষ্কার জল দিয়ে মুখ ধোঁয়া উচিত। পাশাপাশি রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই ভালো করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এবং তারপরে কোনও ময়েশ্চরার দিয়ে ভালো করে মুখে ম্যাসাজ করে নিন। ৩) পরিষ্কার জল পান করুন। ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত তিন থেকে চার লিটার পরিষ্কার জল পান করা উচিত। জল হজম ঠিক রাখে ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সবসময় বাইরে বেরোনোর আগে এক বোতল পরিষ্কার জল আপনার সঙ্গে রাখা উচিত। এছাড়াও নিয়মিতভাবে ত্বএকর পুষ্টির জন্য আলাদাভাবে একটু যত্ননিনয। দেখবেন এই ধোঁয়া ধুলো পরিবেশে আপনার ত্বক কেমন ফ্রেস থাকে।

ডায়াবেটিসে উপকারী ট্যাঁড়শ

প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা। ওষুধ শরীরচর্চা এবং খাওয়া দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রমে থাকে বটে, কিন্তু তা কোনওভাবেই পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। ফলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেকের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। তবে ইনসুলিন ইনজেকশন না নিয়েও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রতিদিন তিনটি ট্যাঁড়শ কমাতে পারে ডায়াবেটিসের সমস্যা। জেনে নিন কীভাবে ঃ

তিনটি ট্যাঁড়শ নিয়ে জলে সেগুলি ভালকরে ধুয়ে নিন। এরপর ট্যাঁড়শগুলির ডগার অংশ এবং বৃন্তের অংশ বাদ দিয়ে দিন। এ বার ট্যাঁড়শগুলি লম্বা লম্বা করে চিরে দিয়ে সারা রাতা এক গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখুনন। সকালে উঠে এই ট্যাঁড়শ ভেজানো জল খেয়ে নিন। রক্তে সুগারের মাত্রা ঠিক কতটা কমল, তা হাতেনাতে প্রমাণ পেতে এই জল খাওয়ার আগে এবং জল খাওয়ার ২ ঘণ্টার পরে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করুন। তফাৎটা নিজেই দেখতে পাবেন। পাশাপাশি ডায়াবেটিসে ক্ষতিকারক খাবার ও অভ্যাসগুলি ত্যাগ করুন। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং সুস্থ থাকুন।

স্বস্তিকার অভিনয় নজর কেড়েছে

পরিচালক কমলেশ্বর মুখার্জী মানেই নতুন চমক। আর যদি তাতে যোগ হয় স্বস্তিকা মুখার্জি এবং অনন্যা চ্যাটার্জির নাম তাহলে তো কোন কথাই নেই। যে তিনজনের নাম বললাম, এনারা সবাই তাদের কাজ দিয়ে প্রমাণ প্রমাণ করেছেন কনটেন্ট ইজ দ্যা কিং।হইচই এর আসন্ন অরিজিনাল সিরিজ 'মোহমায়া' সেরকম এক গল্প।আলো আঁধারি,রহস্য আর তার সাথেই আছে সম্পর্কের সুতো। যা খুব নিপুণভাবে ছোট টিজার এর মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে পরিচালক। অতি স্বল্প ডায়লগ ও অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে তৈরী এই সিরিজের টিজার কৌতহল উদ্রেক করে মনে। কোথাও একটা দুই প্রজন্ম যেন এক হয়ে যায়। স্বস্তিকা মুখার্জি এবং অনন্যা চ্যাটার্জীর অভিনয় তো আছেই ,তাছাড়া এই সিরিজের ক্যামেরার কাজও প্রশংসনীয়।অতীতের মায়ার বাঁধন আর মোহ দুই এক হয়ে যাচ্ছে এই গল্পে। অভিনয়ে দাপুটে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় ও জাতীয় পুরষ্কার বিজয়ী অনন্যা চ্যাটার্জি। তার সাথে আছে নবাগত বিপুল পাত্র। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "প্রতিটি প্রকল্পের সাথে আমি আমার শ্রোতাদের আলাদা কিছু উপহার দিতে চাই। মোহমায়া এমন একটি গল্প যা আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। অন্যদিকে মোহমায়া, অনন্যা চ্যাটার্জির প্রথম ওয়েব সিরিজ। তার কথায় এই ওয়েব সিরিজ নিয়ে তিনি যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত এবং এই গল্প মানুষকে আকৃষ্ট করবেই।

সম্পর্ক নিবিড় করতে হবে ভারত-বাংলাদেশকে অন্যথায় দুই দেশকেই মূল্য চোকাতে হবে, শঙ্কায় বিশিষ্টরা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগে থেকেই ভারতের পূর্বতন শাসকদল কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দলগুলির নেতৃত্বের বিশেষ সখ্যতা ছিল। তাই পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতিকে "ভারত বিরোধী জাতি" হিসেবে তৈরি করতে চাইলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাকারী জাতীয় নেতাদের সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন কংগ্রেসের তৎকালীন নেতারা। সেই সমস্ত নেতাদের মধ্যে প্রণব মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক পদে বসার পরেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ছিলেন। কিন্তু ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারে ক্ষমতায় আসার পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সেই সম্পর্ক কিছুটা ব্যাহত হয়েছে, বিভিন্ন রিপোর্ট মারফত এমনই জানা গিয়েছে। ফলস্বরূপ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি আমলা নির্ভর হয়ে পড়েছে। এতে ২০০১ সালে বিএনপি ও কট্টর পন্থী জামাত জোটকে ক্ষমতায় আনার পরামর্শ আমলাদের কাছ থেকেই হয়েছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। বিএনপি-জামাত জোট যতদিন ক্ষমতায় ছিল সেভেন সিস্টার্সে রক্ত ঝরেছে ভারতীয় সৈনিকদের। ২০০১ সালে নির্বাচনের পরে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়। ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে বাংলাদেশের বিএনপি-র অফিসে মিষ্টি বিতরণ হয়েছে। তবে পুরানো ফাঁদে আর পা দেয়নি বিজেপি। কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষায় আমলা নির্ভর হওয়ায় বাংলাদেশ-সহ পাশের দেশগুলির রানৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে না ভারতের। দু"দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে আমলাতন্ত্র। বাংলাদেশে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি-সহ রাজনৈতিক দলের পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তদবির বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠছে ভারতীয় আমলাদের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশে ভারতকে ব্যবহার করে দালালী করার একটি সিন্ডিকেও তৈরি হয়েছে। এর ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সরকারের আধিকারিকদের মধ্যে। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তান। বিভিন্ন ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের নাগরিকদের। তবে আলমা নির্ভরতা কমিয়ে রাজনৈতিক দল ও ভারত-বাংলাদেশ পিপল টু পিপল রিলেশন বাড়াতে না পারলে, উভয় দেশকে চরম মূল্য দিতে হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজনরা।

ভারত-বাংলাদেশ পিপল টু পিপল রিলেশনে বাধা এবং এর ক্ষতিকারক বিষয় নিয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকারের সঙ্গে মতামত বিনিময় করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান মিছবাহুর রহমান চৌধুরী, সুফিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী আল-হাসানী আল-মাইজভান্ডারী-এর চেয়ারম্যান শাহাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমেদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির ও বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মুখপাত্র পলাশ কান্তি দে। হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে নিজের মত বিনিময় করে মিছবাহুর রহমান চৌধুরী বলেন, আমলাদের পরামর্শে ২০০১ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনে বিএনপি-জামাতকে সমর্থন করা বিজেপির ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। যার খেসারত ভারত-সহ বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। আমরা যারা ধর্মীয় মূল্যবোধের রাজনীতি করি তারা মনে করি কেবল সরকারের সঙ্গে নয় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক হতে হবে পিপল টু পিপল। অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবেন উভয় দেশের মানুষ। সুযোগ নেবে স্বাধীনতা বিরোধী পাকিস্তানপন্থীরা। তিনি বলেন, বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো সাংবিধানিক পদে বসেও সেই বন্ধুত্বের হাত গুটিয়ে রাখেননি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়।নীচু স্তরের বাংলাদেশের একজন নেতা গেলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, বিজেপির সঙ্গে যদি বিগত কংগ্রেস সরকারের ন্যায় সম্পর্ক থাকতো তাহলে ২৬ মার্চের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের সময় আলেম (ইসলামী পন্ডিত) সমাজকে ভুল বুঝিয়ে জামাতে ইসলাম বাংলাদেশে যে তান্ডব চালিয়ে ছিল তা করতে পারতো না। এটা রুখে দেওয়া যেত। তিনি বলেন, আমরা যারা উদারপন্থী ইসলামী দল এবং উদার পন্থী হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সংগঠন আছি দু"দেশের মধ্যে পিপল টু পিপল রিলেশন তৈরির জন্য কাজ করতে চাইছি, তাদেরকেও দূরে সরিয়ে রাখছে ভারতের আমলাতন্ত্র। চিন উইঘুর প্রদেশে মসজিদ ভেঙে টয়লেট বানাচ্ছে, জোর করে মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করছে, মুসলিমদের ধরে নিয়ে কিডনি বিক্রি করছে। কিন্তু বাংলাদেশের আলেমদের মধ্যে থেকে প্রতিবাদ হচ্ছে না। কারণ কট্টরপন্থীদের পাশে পাকিস্তান থাকলেও উদারপন্থীদেও পাশে ভারত থাকছে না। তিনি আরও বলেন, ভারতের বর্তমান সরকার আমলাদের পরামর্শে শুধু সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চাইছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমে নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কের চেষ্টা না করলে জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করবে, তা ভারতেও ছড়িয়ে পরবে।

সুফিবাদী আদর্শে বিশ্বাসী আল-হাসানী আল-মাইজভান্ডারী-এর চেয়ারম্যান শাহাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, ২০১৬ সালে দিল্লিতে বিশ্ব সুফি সম্মেলনে হয়েছিল। সেই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে আমি যোগদান করেছিলাম। ২০২২ সালে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সুফি ঐক্য সংহতি সমাবেশ করার প্রস্তুতি নিয়েছি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশ্বের উদারপন্থী ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানদের আমন্ত্রণ করা হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে ধর্মীয় নেতাদের কথা মানুষ বেশি মূল্যায়ন করেন। তাই ভারত-বাংলাদেশ পিপল টু পিপল রিলেশন তৈরির জন্য আলেম (ইসলামিক পন্ডিত), ওলামাদের (ইসলামী প্রচারক) সঙ্গে নেওয়া দরকার।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেন, ভারত-বাংলাদেশ পিপল টু পিপল রিলেশন তৈরির জন্য দু"দেশের মধ্যে সংস্কৃতি, শিক্ষা সফর বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে আরও বেশি করে ভারতকে পরিচয় হবে। জামাত-বিএনপি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে প্রচার করে। ভারতে মুসলিমদের উপরে নির্যাতন চলে, এই ধরনের অপপ্রচার করে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে সত্যিটা জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পিপল টু পিপল সম্পর্ক প্রসঙ্গে পলাশ কান্তি দে বলেন, বাংলাদেশের উদারপন্থী ধর্মীয় সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ বাড়াতে হবে। কারণ বিজেপি মুসলিম বিরোধী বলে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যিটা তো বাংলাদেশের নাগরিকদের জানাতে হবে।

ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের উত্তর প্রদেশের মহিলাদের সুরক্ষা ও সম্মান বাড়িয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রয়াগরাজ, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ১ হাজার কোটি টাকা ট্রান্সফার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানালেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নে কাজ করেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন উত্তর প্রদেশের মা, বোন ও মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দেবেন না। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে ''কন্যা সুমঙ্গলা যোজনা''-র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মহিলাদের ক্ষমতায়নে কাজ করেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। এই প্রকল্প রাজ্যের মেয়েদের উপকৃত করবে।'

পাশাপাশি প্রয়াগরাজে ২০২টি সাপ্লিমেন্টারি পুষ্টি উৎপাদন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সুবিধাভোগীদের বেশিরভাগই সেই সমস্ত মেয়েরা যাদের কিছু সময় আগে পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। কিন্তু এখন তাঁদের হাতে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষমতা আছে...এখন উত্তর প্রদেশের মা, বোন ও মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তাঁরা আগের সরকারগুলিকে পুনরায় ক্ষমতায় আসতে দেবেন না। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার উত্তর প্রদেশের মহিলাদের যে নিরাপত্তা দিয়েছে, যে সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়েছে, তা নজিরবিহীন।'

এনকাউন্টার, গুলিবিদ্ধ মাদক পাচারকারী উত্তরপ্রদেশের হরেন্দর, উদ্ধার ৭০ লক্ষ টাকার গাঁজা

কোকরাঝাড় (অসম), ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার কোকরাঝাড়ে পুলিশের এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয়েছে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা গাঁজা পাচারকারী হরেন্দর যাদব। উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার মণিপুরে উৎপাদিত গাঁজা।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল সোমবার রাতে গোসাঁইগাঁও মহকুমা পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) সৌরভ গুপ্তা সিমুলাটু ফাঁড়ি পুলিশের দল নিয়ে অসম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী শ্রীরমপুরে ডব্লিউবি ১১ সি ৩২১৯ নম্বরের একটি ট্রাকে তালাশি চালিয়ে ২৯টি প্যাকেটে ৩০৮ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছিল। এর সঙ্গে হরেন্দর যাদব (২৮) এবং মহেশ যাদব (৬৫) নামের দুজনক আটক করে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার এসডিপিও সৌরভ গুপ্তা এই খবর দিয়ে জানান, আটক দুজনকে কোকরাঝাড় জেলা সদর থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বিসমুরি পুলিশ পেট্রোলিং আউটপোস্টের কাছে যাওয়ার পর হরেন্দর যাদব আচমকা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন তার পায়ে গুলি করে আটকানো হয়েছে। আহত হরেন্দর যাদবকে প্রথমে কোকরাঝাড়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার রেবতী থানার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাসিন্দা জনৈক মহেশ যাদবের ছেলে সে। এসডিপিও জানান, তাদের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা বলে মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে, জানান তিনি।

ওমিক্রন আক্রান্তের মৃত্যু আমেরিকায়, দেশবাসীকে বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্য দফতরের

ওয়াশিংটন, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট এই প্রথম প্রাণ কাড়ল এক আক্রান্তের। আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ওমিক্রন আক্রান্তের। টেক্সাসের স্বাস্থ্য আধিকারিকের তরফে সোমবার এ খবর জানানো হয়েছে। টুইট করে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রিপোর্ট বলছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত মৃতের বয়স পঞ্চাশের কোটায়। তাঁর ভ্যাকসিন নেওয়া ছিল না। পাশাপাশি শরীরে একাধিক রোগও ছিল। ফলে আরও জাঁকিয়ে বসে নয়া ভ্যারিয়েন্ট। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, করোনা সংক্রমিত ওই ব্যক্তির শরীরে একাধিক উপসর্গ ছিল। এরপরই সরকারের তরফে দেশবাসীকে সতর্ক করা হয়। টিকা নেওয়ার পাশাপাশি বুস্টার ডোজ নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, প্রতিদিনই মার্কিন মুলুকে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সামনে আসা তথ্য অনুযায়ী করোনা সংক্রমণের ৭৩ শতাংশের শরীরেই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই সে দেশে করোনাবিধির উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে। টুইট করে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন খোদ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি লেখেন, "বন্ধুগণ, আমেরিকায় ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক কীরকম, তা আপনাদের জানাতে চাই।" প্রথমে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের ধন্যবাদ জানান। এরপরই বলেন, টেস্টিং, হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি টিকা নেওয়ার এবং বুস্টার ডোজ নিয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শও দেন তিনি।

কেরালায় রাজনৈতিক হিংসা, ধুবড়িতে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাইয়ের কুশপুত্তলিকা দাহ বিজেপি-ওবিসি মোর্চার

ধুবড়ি (অসম), ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেরলে দলীয় কার্যকর্তাদের খুন প্রতিবাদে এবং বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর সংগঠিত হামলা বন্ধ করতে আজ সোমবার ধুবড়ি শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ওবিসি মোর্চা। বিক্ষোভ প্রদর্শনস্থলে প্রতিবাদকারীরা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কুপুত্তলিকা দাহ করে বাম সরকারের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহু স্লোগানে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছেন।

আজ দুপুর ১২টায় ধুবড়ি শহরের পাঁচমোড়ে জেলা বিজেপি এবং ওবিসি মোর্চা শতাধিক কার্যকর্তা কেরালার বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের কুশপুত্তলিকা দাহ করে সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বিজেপির ধুবড়ি জেলা সভাপতি ডা. দেবময় সান্যাল।

ডা. সান্যাল বলেন, কেরালার রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার তুঙ্গে উঠেছে। সরকারের প্রছন্ন মদতে আজ পর্যন্ত শতাধিক বিজেপি কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গত ১৯ তারিখ বিজেপির একজন কার্যকর্তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই কার্যকর্তাকে সিপিআইএমের দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। এককথায় ওই রাজ্যে অরাজকতা চরমে উঠেছে। এজন্য তাঁরা বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে ধিক্কার জানিয়ে অতি শীঘ্র তাঁর পদত্যাগ দাবি করছেন। কেরালায় শিগরির রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছেন ডা. সন্যাল।

২২-২৩ ডিসেম্বর মায়ানমার যাচ্ছেন শ্রিংলা, দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে হবে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): দু"দিনের সফরে মায়ানমার যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ২২ ডিসেম্বর (বুধবার) মায়ানমার রওনা দেবেন শ্রিংলা, ফিরবেন ২৩ ডিসেম্বর। দু"দিনের এফ সফরে মায়ানমারে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক করবেন ভারতের বিদেশ সচিব। আলোচনা হতে পারে মায়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২২-২৩ ডিসেম্বর মায়ানমার সফরে যাবেন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। মায়ানমারের প্রতি মানবিক সহায়তা, নিরাপত্তা এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্ত উদ্বেগ-সহ নানা বিষয়ে স্টেস্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ কাউন্সিল, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ভারতের বিদেশ সচিব।

সংক্রমণ কমলেও দৈনিক মৃত্যু হাজারের উর্ধ্বেই, করোনায় কাহিল রাশিয়া

মস্কো, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় করোনা-সংক্রমণ আগের তুলনায় অনেকটা কমলেও, মৃত্যু রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে। মাসের পর মাস ধরে ক্রমাগত করোনার বাড়বাড়ন্তে কাহিল হয়ে পড়েছে রাশিয়া। প্রতিদিনই মৃত্যু হচ্ছে হাজারেরও বেশি রোগীর। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,০২৭ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ০২৭ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৯৯,২৪৯ জনের।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। তবে, আগের তুলনায় কমেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫,৯০৭ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০,২৬৭,৭১৯ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৯,০৫৫,১৯৯ জন।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ২০০ শীর্ষে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন রূপে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২০০-তে পৌঁছেছে, মোট ১২টি রাজ্যে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র ও দিল্লি, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ৫৪, দিল্লিতেও করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ৫৪ জন, তেলেঙ্গানায় ২০ জন, রাজস্থানে ১৮ জন, কর্ণাটকে ১৯ জন, কেরলে ১৫ জন, গুজরাটে ১৪ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, চন্ডীগড়ে একজন, তামিলনাড়ুতে একজন ও পশ্চিমবঙ্গে একজন।

মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ২০০ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৭৭ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ২৮ জন, দিল্লিতে ১২ জন, রাজস্থানে ১৮ জনই সুস্থ, কর্ণাটকে ১৫ জন, উত্তর প্রদেশে দু"জনই সুস্থ, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন সুস্থ হয়েছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে ওমিক্রনে আক্রান্ত একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ, গুরুদাসপুরে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু পাক অনুপ্রবেশকারীর

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র সতর্কতা ও তৎপরতায় ফের রুখে দেওয়া সম্ভব হল অনুপ্রবেশ। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর সেক্টরে বিএসএফ-এর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল ওই পাক অনুপ্রবেশকারী। বিএসএফ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৬.৪৫ মিনিট নাগাদ ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে গুরুদাসপুর সেক্টরে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একজন পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারী। সীমান্ত পেরিয়ে ওই অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল, বিএসএফ সতর্ক করা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেনি সে। তাই গুলি চালানো হয়। মৃত্যু হয় অনুপ্রবেশকারীর।

৪ ডিগ্রিতে ঠাণ্ডায় কাঁপছে দিল্লি, পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতে শৈত্যপ্রবাহ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতে কাঁপছে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। শৈত্যপ্রবাহের জেরে দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। দিল্লি, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের একাংশে গত কয়েক দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। দিল্লিতে মঙ্গলবার একটু বেড়ে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশার দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত পঞ্জাবের অমৃতসরে। একই অবস্থা উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও। দিল্লি ও পঞ্জাবের পাশাপাশি এদিন প্রবল ঠাণ্ডায় কেঁপেছে হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহার, রাজস্থান, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাটের কচ্ছ প্রভৃতি। সর্বত্রই সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নীচে। প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যেই দিল্লির বাতাস এখনও দূষিত, এদিন দূষিত ছিল মহারাষ্ট্রের মুম্বই ও পুণের বাতাসও। দিল্লিতে অনেক সকালে বাতাসে গুণগত মান ছিল ৩১৬, পরে তা বেড়ে ৩৮০ অর্থাৎ খুব খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

আনন্দে মেতে উঠল তৃণমূল, পুরভোটে ৭টি আসনে জয় শাসক দলের

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): একে-একে কলকাতা পুরভোটের ১৪৪টি ওয়ার্ডের ফল ঘোষণা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৭টি ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছে তৃণমূল, এগিয়ে ১০৮টি ওয়ার্ডে। বিজেপি এগিয়ে ৪টি ওয়ার্ডে, সিপিআই (এম) দু;টি ওয়ার্ডে, কংগ্রেস দু"টি ওয়ার্ডে এগিয়ে এবং নির্দল প্রার্থী তিনটি ওয়ার্ডে এগিয়ে। ৬৩, ৬৪, ৮৩, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২২ জয়ী তৃণমূল। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায়। ২০১৫ সালেও এই ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। ৬৪ নম্বর ওয়ার্ডে জিতেছেন সাম্মি জাহান বেগম। ২০১৫ সালেও এই ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়। ২০১৫ সালেও এই ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী রত্না সুর। ২০১৫ সালেও এই ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী সোমা চক্রবর্তী। ২০১৫ সালেও এই ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। জয় একেবারে নিশ্চিত, ইতিমধ্যেই আনন্দে মেতে উঠেছেন তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা। শুরু হয়েছে আবির খেলা।

দিল্লিতে ওমিক্রনে সংক্রমিত বেড়ে ৩৪, সুস্থ হয়েছেন ১৭ জন : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন, দিল্লিতে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। সোমবার ছিল ২৪, মঙ্গলবার পর্যন্ত দিল্লিতে আরও ১০ জনের শরীরে মিলেছে ওমিক্রনের হদিশ, নতুন করে ১০ জন ওমিক্রনে সংক্রমিত হওয়ার পর রাজধানীতে মোট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪। স্বস্তির বিষয় হল, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৩৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

মঙ্গলবার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লিতে মোট ওমিক্রন আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৩৪। ৩৪ জনের মধ্যে ১৭ জন রোগীকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। করোনা-আক্রান্ত সমস্ত নমুনা ওমিক্রন কি-না জানতে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংক্রমণ কমলেও মৃত্যু উর্ধমুখী, ভারতে আরোগ্যের হার ৯৮.৪০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই নিম্নমুখী, তবে চিন্তা বাড়াল মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৩২৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৫৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৮,০৪৩ জন, ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৮.৪০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৭,৯০,৯৭-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,১৭০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫, ৩২৬ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৩ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯১১ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৩৮,৩৪,৭৮,১৮১ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৫৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৭৮,০০৭ জন (১.৩৮ শতাংশ)। করোনার প্রকোপের মধ্যে সুস্থতাই খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮, ০৪৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩, ৪১,৯৫,০৬০ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৪০ শতাংশ।

সংক্রমণ ও মৃত্যু দ্রুত বাড়ছে আমেরিকায়, লকডাউনে নারাজ বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। কখনও দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার কমে যাচ্ছে। দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৩০ জন, ফলে আমেরিকায় ৫২,০৫৯,৬৬৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৬২৩ জনের। নতুন করে ৬২৩ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮৩৬ জনের। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪০,৭১৯,০৪৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১০,৫১১,৭৮৪-এ পৌঁছেছে। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও লকডাউনে নারাজ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউস সূত্রের খবর, আমেরিকায় এই মুহূর্তে লকডাউনের পক্ষপাতী নন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। একইসঙ্গে আমেরিকা প্রশাসন মেনে নিয়েছে, আমেরিকায় এই মুহূর্তে যথেষ্ট প্রভাবশালী প্রজাতি ওমিক্রন।

কলকাতা পুরভোটে বহু ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল, অনেকটাই পিছিয়ে বিরোধীরা

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতা দখলের লড়াইয়ে আপাতত এগিয়ে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অনেকটাই পিছিয়ে বিরোধীরা। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে কলকাতা পৌর নিগমের ১৪৪টি ওয়ার্ডের ভোট গণনা শুরু হয়, উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে এগিয়ে আছেন ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। তিনি কলকাতা পুর কর্পোরেশনের বিদায়ী মেয়রও। ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষও এগিয়ে আছেন, তিনি কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়কও। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী পরেশ পাল। তিনি বেলেঘাটার বিধায়কও। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেট প্রশাসক বিশ্বরূপ দে। তিনি ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রার্থী। গণনা শুরু হতেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যান মালা রায়। তিনি ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী। অন্যদিকে, বিজেপি-র মীনা দেবী পুরোহিত এগিয়ে রয়েছেন। তিনি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী। ২০১৫ সালেও ওই আসন থেকে জিতেছিলেন তিনি। ৫০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন সজল ঘোষ, ওই ওয়ার্ডে তিনি ইতিমধ্যেই এগিয়ে গিয়েছেন। সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা, ইতিমধ্যেই ৮৯ ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কলকাতা পৌর নিগমের ১৪৪ ওয়ার্ডে ভোট হয়েছে গত রবিবার। এই পুরভোটে মোট প্রার্থী ৯৫০ জন। মোট ভোটার ৪০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫৭।

নতুন মাইলফলকে টিকাকরণ, ভারতে টিকা পেলেন ১৩৮.৩৪-কোটির বেশি প্রাপক

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯১১ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৩৮.৩৪-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৩৮,৩৪,৭৮, ১৮১ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৬.৬১-কোটির উর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১০, ১৪,০৭৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৬,৬১, ২৬,৬৫৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১০,১৪,০৭৯ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৩২৬ জন।

মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ১ টা ২০ মিনিট নাগাদ এফপিইউ জাম্পুইজলা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি টাটাএইজ গাড়ি সমেত লোড করা গোলাকার কাঠ অবৈধভাবে পরিবহনের সময় আটক করেছে। গোপীনগর এলাকা থেকে এই অবৈধ গোলাকার লগগুলি আটক করে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানান চড়িলাম রেঞ্জ এর ফরেস্টার সুকান্ত দাস। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

মোদীর ছবিতে আপত্তি ! হাইকোর্ট এক লক্ষ টাকা জরিমানা করল মামলাকারীকে

তিরুবনন্তপুরম, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.): মামলা করে বিপাকে পড়লেন! করোনার ভ্যাকসিন সার্টিফিকিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি কেন থাকবে? আপত্তির জানিয়ে কেরালা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। আদালতে ধোপে টিকল না অভিযোগ। মামলা তো খারিজ হয়েইছে। উলটে আদালতের সময় নষ্ট করায় এই মামলার আবেদনকারী পিটর ম্যালপরম্ভিলকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন বিচারপতি।

কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি পিভি কুনহী কৃষ্ণনের বেঞ্চে মঙ্গলবার মামলাটি উঠেছিল। পিটিশনারকে ভর্তনা করে বিচারপতি বলেন, 'ভ্যাকসিন সার্টিফিকেটে প্রধানমন্ত্রীর ছবি নিয়ে প্রশ্ন তোলা মূর্খামি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।' এর পরেই তিনি মামলাটি খারিজে করে দেন। এরকম একটি বিষয়ে মামলা করে আদালতের সময় নষ্ট করায়, মামলার পিটিশনারকে এক লক্ষ টাকা জারিমানা করেন বিচারপতি।

ক্ষুব্ধ বিচারপতি বলেন, 'নরেন্দ্র মোদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী। অন্য কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী নন। জনাদেশ নিয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতেই পারে। ১০০ কোটি মানুষের যেখানে আপত্তি নেই, সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপনি লজ্জিত কেন? আপনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না। দেশের কোনও নাগরিকের কাছ থেকে এ ধরনের পিটিশন কাঙ্ক্ষিত নয়।' হাইকোর্টে এই মামলার পিটিশনার ছিলেন পিটর ম্যালপরম্ভিল। মামলাকারী জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে, কেরালা স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটি তা আদায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারবে। বিচারপতির বক্তব্য, 'পিটিশনার পিটর ম্যালপরম্ভিল আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করেছেন। যাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা নিয়ে আদালতে এসে এ ভাবে সময় নষ্ট করেন, তাঁদের বার্তা দিতেই এই জরিমানা।' বিচারপতির ধারণা, প্রচারের আলোয় আসতেই এই মামলাটি করা হয়েছিল। আদালতে হাজার হাজার মামলা, জামিনের আবেদনের আর্জি পড়ে রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চড়িলাম বিজেপি কার্যালয়ে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রীর উপস্থিতিতে সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার বিকেলে চড়িলাম বিজেপি কার্যালয়ে মিশন ২০২৩ কে পাখির চোখ করে চড়িলাম মন্ডল মহিলা মোর্চার কার্যকর্তাদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেন। চড়িলাম বিজেপি কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ঝর্না দেববর্মা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা লিপিকা বড়ুয়া, প্রদেশ মহিলা মোর্চার মিডিয়া ইনচার্জ চামেলী সাহা, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের মহিলা মোর্চা সভানেত্রী শান্তা দাস,জেলা নেতৃত্ব লিপি সাহা, চড়িলাম মন্ডল মহিলা মোর্চা সভানেত্রী কাকলী দেব, সহ রাজ্য ও জেলার নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে আলোচনা করতে গিয়ে প্রদেশ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঝর্না দেববর্মা বলেন ২০২৩ মিশনকে সামনে রেখে চড়িলাম মন্ডল মহিলা মোর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে মহিলা মোর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাজ্য বিজেপি সরকার গঠনের ক্ষেত্রে। তাই ২০২৩ মিশন কে সামনে রেখে এক পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর যে স্বপ্ন মহিলাদের সশক্তিকরণ করার ক্ষেত্রে যে কাজ করে চলছে , অন্যদিকে পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানরা কাজ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়গুলোকে নিয়েও আলোচনা করা হয়। প্রদেশ মহিলা মোর্চা সভানেত্রী আরো বলেন যাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্য রেখেই প্রধান এবং মহিলা প্রধান কাজ করবেন। এই আলোচনার তৃতীয় বিষয়বস্তু ছিল সাংসদ ক্রীড়া উৎসব মহিলাদের মধ্যে চারটি ইভেন্টে করার জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রদেশ যুব মোর্চার উদ্যোগে তা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখন প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সংসদ ক্রীড়া উৎসব করা হবে প্রতিটি জেলার প্রতিটি মন্ডলে সে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়। চড়িলাম মন্ডল বিজেপি কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে চড়িলাম মন্ডল মহিলা মোর্চার কার্যকর্তা সহ জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালা সম্পন্ন চড়িলামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুর একটা থেকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে চড়িলাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের পশুপালকদের নিয়ে এক দিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় চড়িলাম লীলাদের স্মৃতি কমিউনিটি হলে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর চড়িলাম কার্যালয়ে উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রাখী দাস কর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ নিপা দেবনাথ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা তরুণ দাস, দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জুনু দত্ত, চড়িলাম প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিক ডাঃ কল্যাণ রায়, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান সুব্রত চক্রবর্তী। চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম ও দক্ষিণ চড়িলাম সহ মোট সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বেনিফিসারীদের নিয়েই এই এক দিবসীয় কর্মশালা সম্পুর্ন হয়।চড়িলাম প্রাণী সম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে এক দিবসীয় কর্মশালায় আলোচনা করতে গিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর নিপা দেবনাথ বলেন চড়িলাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় যারা বিভিন্ন প্রকল্পের শুকর, ছাগল ,হাঁস, মুরগি পেয়েছেন সেই পশুপালকরা কিভাবে প্রতিপালন করতে হবে সেই সমস্ত বিষয় গুলোকে নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মশালায় দুটো ধাপে অনুষ্ঠিত হয়, কিভাবে পশুপালন লালন পালন করতে হবে সেই বিষয়টা দ্বিতীয় ধাপে আলোচনা করবেন ডাক্তারের প্রতিনিধিরা। এছাড়া আলোচনা করেন সিপাহীজলা জেলা কৃষি এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আমরা যেভাবে আমাদের বাড়িতে নবজাতক কোনো ভাইবোন কে যেভাবে যত্ন এবং লালন-পালন করে তুলি ঠিক তেমনি ভাবে পশুদের কেউ সেইভাবে লালন-পালন করে তুলতে হবে। যে জায়গায় জনগণের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ৩৭ লক্ষ মানুষের জন্য সারা দিনরাত কাজ করছেন কিভাবে জনগণের মুখে হাসি ফোটাবে দিবারাত্র কাজ করে চলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পশুপালন দপ্তর জনগণের জন্য সহযোগিতার হাত দিয়ে রাখছেন, আপনারা সেই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শেষে দ্বিতীয় সেশনে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা। কিভাবে পশু পালন করতে হবে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

ত্রিং উৎসবে জুয়ার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ ডিসেম্বর।। দ্রোনজয় চৌঁধুরী পাড়া হাইস্কুলমাঠে ত্রিং ফেষ্টিবেলে চলছে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালনকরছে আরক্ষা প্রসাশন। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত তাকমাছড়া এডিসি ভিলেজের দ্রোনজয় চৌঁধুরীপাড়া হাইস্কুলমাঠে ত্রিং ফেস্টেবলের আয়োজনকরাহয়। সোমবার ও মঙ্গলবার এই দুইদিনব্যাপী চলে মেলা। এইমেলাকে কেন্দ্রকরে বসানোহয় জুয়ার আসর। আরক্ষাদপ্তরের কর্মীদের সামনেচলছে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে আরক্ষা প্রসাশন। সুত্রের খবর অনুযায়ী জানাযায় শান্তির বাজার থানার উচ্চপদস্ত আধীকারিককে ম্যানেজকরে চলছে এইজুয়ার রমরমা ব্যাবসা। মেলায় আগত লোকজনেরা জুয়ারফাঁদেপা দিয়ে সর্বশান্ত হয়েঘরেফিরছে। এইসব দেখে এলাকার শুভবুদ্ধী সম্পন্নলোকজনেরা পুলিশের ভূমিকানিয়ে প্রশ্নকরছে।

মন্ত্রী সুশান্ত

● আটের পাতার পর

রাজ্য সরকারের গৃহীত একের পর এক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেখে দলে দলে সিপিএম ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন। এতে চরম হতাশায় ভুগছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার সহ সিপিএম নেতৃত্ব।

মন্ত্রী চৌধুরী বলেন, এখন মানুষ সিপিএমের মিছিল-মিটিংয়ে যাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ দিশাহীন ও হতাশাগ্রস্থ হয়ে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার রাজ্যের চলমান উন্নয়নমূলক কাজকে কৌশলে স্তব্ধ করে দিতে বিজেপি সরকার সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তাঁর সাফ কথা, সিপিএমের ঘোলাজলে মাছ শিকারের রাজনীতি সফল হবে না। ত্রিপুরাবাসী রাজ্য সরকারের উন্নয়নযজ্ঞের পাশে রয়েছেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি রানিরবাজারে সিপিএমের সভায় হামলার ঘটনা তাদের আমলে বঞ্চিতদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। ঘটনার সঙ্গে বিজেপি দলের কোনও নেতা জড়িত ছিলেন না।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

প্রদর্শন করা হয় সড়ক দিয়ে কোন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারেনি। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ ছুটে আসলো তাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি মিলেনি। ফলে পণ্যবাহী যানবাহনের চালক ও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে না নিলে তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য এর আগেও একই দাবিতে পণ্যবাহী যানবাহনের চালকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। কিন্তু তাতে টনক নড়েনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের। এ যাত্রায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে বলে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। অবশেষে প্রশাসনের দাবি পূরণের আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়েছে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

গেছে আহত কলেজ ছাত্রের অবস্থা স্থিতিশীল। .

এদিকে কোবরা খামার এলাকায় সিমেন্টবোঝাই লরির ধাক্কায় এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম মনিমালা দাস। তিনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। তখন সিমেন্ট বোঝাই লরি তাকে ধাক্কা দেয়। লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত মহিলাকে উদ্ধার করে রাণীরবাজার হাসপাতালে নিয়ে যান। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রানীরবাজার হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে তাকে।

সিমেন্টবোঝাই গাড়িটি আটক করেছেন স্থানীয়রা। গাড়ির চালককে আটক করা হয়েছে। রানীরবাজার থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লরি চালক এর অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে।

রক্তপাত

● প্রথম পাতার পর

আহত গৌতম দেবকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

গৌতম দেবের স্ত্রী জানান, তার দেবর উত্তম দেব প্রায় সময় মদমত্ত অবস্থায় অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত। গতকাল রাতে দু'ভাই প্রচন্ড মদ্যপান করে। মদ্যপান করে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এমনকি বসত ঘরে ঢুকে যাবতীয় জিনিসপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় বলে অভিযোগ। পারিবারিক বিষয় নিয়েই এই বিবাদের সৃষ্টি বলে জানান আক্রান্তের স্ত্রী। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এ ধরনের ঘটনাকে সামাজিক অবক্ষয় বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

চালকদের

● প্রথম পাতার পর

বাসস্ট্যান্ডে একটি হেল্প ডেস্ক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই হেল্প ডেস্ক থেকে যাত্রীসাধারণকে যেকোনো স্থানে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের অবস্থান এবং কোন কোন যানবাহন কোন কোন রুটে চলাচল করবে তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। যানবাহনের চালকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন কোনো অবস্থাতেই বটতলা কিংবা নাগের জলা মূল সড়কের পাশে যানবাহন দাড়া করিয়ে অস্থায়ী মোটর স্ট্যান্ড তৈরি করার চেষ্টা করেন। যাতে সাধারণ এবং যানবাহন চালকদের সার্বিক সহযোগিতায় নাগের জলা মোটর স্ট্যান্ড প্রকৃত অর্থেই পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও তারা মনে করেন।

কলকাতা

● প্রথম পাতার পর

বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সহ বিরোধীদের কোনও সংগঠন নেই। তাই নির্বাচনী ফলাফলে সেই অবস্থা আবারও প্রমাণিত হয়ে গেল। তিনি বলেন, ত্রিপুরার নির্বাচনের তুলনায় অনেকটা তফাৎ নিয়েই কলকাতা পুরনিগম ভোট সম্পন্ন হয়েছে। কারণ কলকাতায় এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যেখানে বিরোধী দলের প্রার্থীরা ভোট দিতে পারেননি। অথচ আগরতলা পুরনিগম নির্বাচনে তৃণমূলের ১০ জন প্রার্থী ভোট দিতে পারেননি।

তিনি জোর গলায় বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসের একটি ঘটনাও কেউ দেখাতে পারবেন না। কিন্তু আগরতলায় নির্বাচনকে ঘিরে সন্ত্রাসের আতঙ্ক এখনও তৃণমূল প্রার্থী ও কর্মীদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা প্রদর্শন করে চলেছেন। ত্রিপুরায়ও ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন নিশ্চিত দেখা যাবে। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ত্রিপুরায়ও ছড়িয়ে পড়বে।

রাজ্যসভাতেও

● প্রথম পাতার পর

এই সংযুক্তিকরনের অর্থ হল ভোটদানের সময়ে ভোটার কার্ড বাধ্যতামূলক নয়। আধার হলেও হবে।

শুধু আধার-ভোটার কার্ড সংযুক্তিরকণই নয় এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি সহ একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বিলে। বিলের বলা হয়েছে যে, ভোটার তালিকায় একই নামের পুণরাবৃত্তি ও ভুয়ো ভোট রুখতে ভোটার পরিচয়পত্রের সঙ্গে আধার কার্ড যুক্ত করা হবে। শুধু তাই নয়, ভোটার তালিকাকেও আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে বিলে। তবে আপাতত, এই সংযুক্তিকরণকে ঐচ্ছিক বলেই পেশ করা হচ্ছে।

টাস্ক ফোর্স

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে। এমনকি পাঠা মোরগ সহ অন্যান্য পশুপাখি হত্যা করে এসব মাংস বাজারজাত করা হচ্ছে। এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। সে কারণেই ত্রিপুরা হাইকোর্ট আগরতলা শহরে রাস্তার পাশে মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আগরতলা পৌর নিগম শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে যেসব জায়গায় মাংস বিক্রি করা হচ্ছে সেসব মাংস বিক্রি বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে জগরিমুড়া এলাকায় মঙ্গলবার সকালে টাস্কফোর্স বাহিনী অভিযান চালিয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী জানান। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অন্তর্গত ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির ত্রিপুরায় অব ক্যাম্পাস সেন্টার স্থাপন করার জন্য ৪৯.২১ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। তিনি জানান, সদর মহকুমায় এই ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অব ক্যাম্পাস সেন্টার তৈরি করা হবে। দেশের মধ্যে ত্রিপুরা হবে চতুর্থ জায়গা যেখানে ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটির অব ক্যাম্পাস সেন্টার তৈরি করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, এই ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্স ইউনিভার্সিটি অব ক্যাম্পাসে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা যেমন পড়াশুনা করতে আসবেন তেমনি স্কলাররা গবেষণা এবং ফরেনসিকের আনুষঙ্গিক বিষয় সমূহ খতিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন, এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ, শিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকের আরও সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, আইন দপ্তরের অধীন হাইকোর্টের ৫ নং কোর্টের এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য ৩টি নতুন পদ সৃষ্টি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে আইন দপ্তরের অন্তর্গত যে সকল ক্লার্ক আইনজীবীদের সঙ্গে যুক্ত আছে তাদের বেতনভাতা প্রতিমাসে ৭,৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,৫০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ৩৫টি মেডিক্যাল অফিসার (ডেন্টাল) নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। টিপিএসসির মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। তিনি জানান, এই ক্ষেত্রে যারা কোভিড ডিউটিতে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে ৫টি সায়েন্টিফিক অফিসার, গ্রপ-বি গ্যাজেটেড পদ পূরণ করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী জানান, রাজ্য মন্ত্রিসভা পঞ্চায়েত দপ্তরের অধীন ১,১৭৮টি পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসারের পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন করেছে। তিনি জানান, সারা রাজ্যে ১,১৭৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি রয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটিতে একজন করে পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার আগামীদিনে নিয়োগ করা হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার গ্রপ-সি নন-গ্যাজেটেড পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প'ায়েত এ'িকিউটিভ অফিসারের পে স্কেল হবে ৫,৭০০-২৪,০০০। টিপিএসসির মাধ্যমে এই নিয়োগ করা হবে। আবেদনকারীদের বয়সসীমা হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। ৫ বছর রিলাক্সেশন থাকবে এসসি, এসটি এবং পার্সনস উইথ ডিজাবিলিটিদের ক্ষেত্রে। যোগ্যতা থাকতে হবে যে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজয়েট বা এর সমতুল্য। পাশাপাশি বাংলা, ককবরক, কম্পিউটার বিষয়গুলির উপরও জ্ঞান থাকতে হবে। মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটি এলাকায় কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এই নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী রাজ্যের বর্তমান কোভিড সংক্রমণের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের অনেক মামলা রয়েছে অমীমাংসিত যেগুলি সাধারণত বিভাগীয় কার্যপ্রণালিধীন। সেই সমস্ত মামলাগুলির সুষ্ঠ ও দ্রততার সাথে মীমাংসা করার জন্য সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া আইএএস অফিসার, সিনিয়র টিসিএস এবং ত্রিপুরা জডিশিয়াল সার্ভিস থেকে অফিসারদের চুক্তিভিত্তিক তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম দপ্তরের অধীনে এই নিযুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, আইএএস থেকে আসা তদন্তকারী অফিসার যদি তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারেন সাম্মানিক হিসেবে পাবেন ১৫,০০০ টাকা, টিসিএস থেকে আসা আধিকারিক পাবেন ১০,০০০ টাকা। তারা মামলা ভিত্তিক চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করবে। তাদের নিযুক্ত করা হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মের আইন সচিব, মুখ্যসচিব এবং অতিরিক্ত সচিবের দ্বারা। তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এবং এই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তদন্তকারী অফিসারদের নিযুক্ত করা হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামীদিনে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের অনেক অমীমাংসিত মামলার সমাধান হবে। পাশাপাশি কর্মচারীরাও হয়রানির শিকার থেকে রক্ষা পাবেন।

পুলিশ বিল

● প্রথম পাতার পর

সাথে তাঁরা ছোটখাট অপরাধও মোকাবিলা করবে। তাছাড়া, ইনস্পেক্টর, সব-জোনাল অফিসার, অতিরিক্ত মুখ্য পুলিশ আধিকারিক এবং মুখ্য পুলিশ আধিকারিক অধস্তন পুলিশ কর্মীদের পরিচালনা করবেন। তাঁদের রাজ্য পুলিশ বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে নিযুক্তি দেওয়া হবে। তাঁদের বেতন কাঠামো রাজ্য পুলিশ সার্ভিসের আদলেই নির্ধারিত হবে।

এদিকে, নিজস্ব পুলিশ গঠন নিয়ে এডিসি প্রশাসনের তরফে লিখিতভাবে কিছুই জানানো হয়নি বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন, অর্থের যোগান না করে এডিসি নিজস্ব পুলিশ বাহিনী কীভাবে গঠন করতে চাইছে? তাঁর কটাক্ষ, প্রশাসন পরিচালনা এবং রাজনৈতিক দল চালানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে।

তাঁর কথায়, এভাবে কখনও আইন কার্যকর সম্ভব নয়। রুলস কী তৈরি হয়েছে, এডিসি পুলিশ বাহিনী গঠনে কী পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বাহিনী কীভাবে কাজ করবে, ত্রিপুরা সরকারকে এ-বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। এডিসি-র পুলিশ বিল নিয়ে রাজ্যপালের সম্মতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, হয়তো ওই বিল ১৯৯৭ কিংবা ১৯৯৮ সালে অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু ওই বিল কার্যকরে খরচের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। অর্থ দফতরের মঞ্জুরি ছাড়া কখনও কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর সম্ভব নয়।

ফলে, টিটিএএডিসি-তে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠন আপাতত স্বপ্নেই সীমাবদ্ধ থাকছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, সংবিধান প্রদত্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে কখনও আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। পুলিশ বিলের নির্যাস থেকে স্পষ্ট, নিরস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠনের চিন্তাধারা করছে এডিসি প্রশাসন। তবুও, ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দফতরের মঞ্জুরি ছাড়া ওই উদ্যোগ আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়াও বিশেষ অধিবেশনে আলোচনা এবং রুলস প্রণয়নেও নানা জটিলতা রয়েছে। তাই, এডিসি-র নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব কার্যত হিমঘরে ঠাঁই নিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

তৃণমূল

● প্রথম পাতার পর

ভোট লুটতে সমতুল তো বটেই। কলকাতায় তৃনমূলের ১০০ু হওয়াটাই তো স্বাভাবিক! সেটাই তো পিসি-ভাইপোদের মনোবাঞ্ছা।এক-আধটা কম হলেও কি ওদের পছন্দ হতে পারে?" এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন এদিন প্রকাশিত একটিয়খবরের কাটিং। তাতে লেখা, "বিধানসভা নির্বাচনের মতো জয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে কলকাতা পুরভোটেও। রেকর্ড জয় পেতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রিপোর্টেই উঠে এসেছে এমন তথ্য। ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩০টিতে জয় নিশ্চিত বলে আত্মবিশ্বাসী জোড়াফুল ব্রিগেড। শাসকদলের নেতাদের আশা, ফল তার থেকেও ভালো হবে। তাঁদের কথায়, মানুষের ভোটে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি এবারও প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ ওরা এবারও রামধনু জোট করেছিল।

কলকাতা পুরসভার ভোট মিটেছে শান্তিতেই। আজ ভোট গণনা। দুপুরের মধ্যেই জানা যাবে ওয়ার্ড ভিত্তিক জনাদেশ। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর তৃণমূল নেতৃত্ব সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ওয়ার্ড ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি করেছে। গোটা শহর দেখেছে, রবিবার মানুষ ভোট দিয়েছেন। এখানেই তৃণমুলের দাবি, ওই ভোটের সিংহভাগই পেয়েছে ঘাসফুলের প্রার্থী। দলীয় সূত্রের খবর, ১৩০টি আসনে জয় আসছেই।"

নাশকতার

● প্রথম পাতার পর

দোকানের মালিক এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার কোনো কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

খেলাধুলা

মারাদোনার ব্যবহৃত জিনিস কেনার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ান হল নিলামের দিন

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) :কেউ কিনতে চাইছে না কিংবদন্তী ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনার বাড়ি-গাড়ি। অন লাইনে চলা নিলামে অবিক্রিত থেকে গেল বুয়েনাস আইরেসে যে বাড়ি ও দুটি বিএমডব্লিউ গাড়ি সহ প্রায় ৯০টি জিনিস। যার ফলে নিলামের দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিলামকারী সংস্থা।

দিয়েগো মারাদোনার ব্যবহৃত প্রায় ৯০টি জিনিস নিলাম করার ভার পড়েছিল এক সংস্থার উপর। রবিবার অবধি নিলামের দিন ঠিক থাকলেও তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

একাধিক দামী জিনিস বিক্রি না হওয়ায় দিন বাড়াতে বাধ্য হল সংস্থা। জানা গেছে নিলামে সব থেকে বেশি দাম উঠেছিল মারাদোনার একটি ছবির। সেটি শিল্পী লু সেদোভার আঁকা। ছবিটির দাম ওঠে প্রায় ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। কিন্তু মারাদোনা তাঁর মা, বাবাকে বুয়েনাস আইরেসে যে বাড়িটি দিয়েছিলেন সেই বাড়িটি কেনার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। বাড়িটির সর্বনিম্ন মূল্য ছিল প্রায় ৬৮ কোটি ৬৫ হাজার টাকা।

মারাদোনার দুটো বিএমডব্লিউ গাড়িও অবিক্রিত। তিন ঘন্টা ধরে চলা নিলামে আসে ১৯ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০০ টাকা। অবিক্রিত থেকে যায় ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মূল্যের জিনিস। নেটমাধ্যমে হওয়া এই নিলামে অনেকেই অংশ নিতে পারেননি বলে মনে করা হচ্ছে। সেই জন্যই দিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিলামকারী সংস্থা।

মারাদোনার সঙ্গে ফিদেল কাস্ত্রোর ছবি বিক্রি হয়েছে ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকায়। মারাদোনার নাপোলির জার্সি, প্যান্ট, কিউবান চুরুটও বিক্রি হয়েছে এই নিলামে।---হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

চোটের কারণে সিরিজ থেকেই ছিটকে দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেসার আনরিখ নরকিয়া

প্রিটোরিয়া, ২১ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রোটিয়া শিবির বড় ধাক্কা। চোট পেয়ে গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ফাস্ট বোলার এনরিখ নরকিয়া। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে নরকিয়া ঠিক কী ধরনের চোট পেয়েছে, তা জানানো না হলেও বহুদিন ধরেই এই পুরনো চোট তাঁকে ভোগাচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে অবশ্য কাউকে আপাতত ডাকা হয়নি। আর মাত্র পাঁচ দিন পরেই বক্সিং ডে (২৬ ডিসেম্বর)-তে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজ। তবে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই বড় ধাক্কা প্রোটিয়া শিবিরে। চোট পেয়ে গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ফাস্ট বোলার এনরিখ নরকিয়া। তারকা পেসার আনরিখ নরকিয়া চোটের কারণে গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন। বহুদিন ধরেই এই পুরনো চোট তাঁকে ভোগাচ্ছে বলে জানা গেছে। আইপিএলের পর টি ২০ বিশ্বকাপেও খেলেছেন নরকিয়া। গতি দিয়ে পর্যুদস্ত করেছেন বিপক্ষ ব্যাটারদের। তবে গত মাসের পর থেকে আর বোলিং করেননি। চোট-আঘাতের সমস্যা থেকে পুরো মুক্ত না হওয়ায় বল করেননি, তারই মধ্যে ভোগাচ্ছে হিপ ইনজুরি। যার নিট ফল তিনি টেস্ট সিরিজেই আর খেলতে পারবেন না। ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকার চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. শুয়েব মাঞ্জরা জানিয়েছেন, নরকিয়ার রিহ্যাব চলছে। আশা করা হচ্ছে, জানুয়ারিতে ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের আগে তিনি ফিট হয়ে যাবেন। নরকিয়ার ছিটকে যাওয়া প্রোটিয়াদের কাছে এ কারণেই বড় ধাক্কা যে, তিনিই চলতি বছর টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। ৫টি টেস্টে ২০.৭৬ গড়ে নিয়েছেন ২৫টি উইকেট। তাঁর চেয়ে ছয় উইকেট কম রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে থাকা কেশব মহারাজের। ভারতের বিরুদ্ধে যে টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে তাতে আরও সাতজন সিমার রয়েছেন। সে কারণেই জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা দলে আর কাউকে নরকিয়ার পরিবর্ত হিসেবে ডাকা হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হবে সব খেলা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারত কখনও টেস্ট সিরিজ জিতে ফেরেনি। নরকিয়া ছিটকে গেলেও এবারও প্রোটিয়ারা ভালো ফল করবে বলে আত্মবিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য ব্যাটার রাসি ভ্যান ডার ডুসেন।-

অস্ট্রেলিয়ায় জেতা অত সোজা নয়, অ্যাশেজ নিয়ে ইংরেজ সমর্থকদের কটাক্ষ ভারতীয়দের

অ্যাশেজে পর পর দু'টি টেস্ট হেরেছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শেষ ১২টি টেস্টের মধ্যে ১১টি টেস্টেই হেরেছেন জো রুটরা। এই ঘটনাকে নিয়ে ইংরেজ সমর্থকদের গোষ্ঠী 'বার্মি আর্মি'-কে কটাক্ষ করল ভারতীয় ক্রিকেটের সমর্থক গোষ্ঠী 'ভারত আর্মি' টুইট করে 'ভারত আর্মি' লিখেছে, 'বার্মি আর্মি, আমরা তোমাদের জন্য এখানে এসেছি। অস্ট্রেলিয়ায় জেতা অত সোজা নয়'।

ইংরেজ সমর্থকদের এই গোষ্ঠী খুব আগ্রাসী। দলের সঙ্গে সব দেশ ঘোরে তারা। মাঠের বাইরে মাঝেমধ্যেই অন্য দেশের সমর্থকদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেও দেখা যায় তাদের।গত কয়েক বছরে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের রেকর্ড খুব ভাল। ২০১৮-১৯ সালে বিরাট কোহলীর নেতৃত্বে প্রথম বার সে দেশে টেস্ট সিরিজ জেতে ভারত। তার পরে ২০২০-২১ সালে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে ফের অস্ট্রেলিয়াকে হারান অজিঙ্ক রহাণেরা। ২৮ বছর পরে ব্রিসবেনে জেতে কোনও দেশ। এই কৃতিত্ব অন্য কোনও দলের নেই।অন্য দিকে সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ডের রেকর্ড ক্যাঙ্গারুদের দেশে খুব খারাপ। চলতি সিরিজে প্রথম টেস্টে ৯ উইকেটে জেতে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় টেস্টে ২৭৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জেতে অজিরা। আর তার পরেই কটাক্ষের মুখে পড়তে হল 'বার্মি আর্মি'-কে।

পাকিস্তানকে টপকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুই নম্বরে অস্ট্রেলিয়া, কোহলীরা সেই চারেই

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রমতালিকায় বড় লাফ দিল অস্ট্রেলিয়া। অ্যাশেজে প্রথম দু'টি টেস্ট জিতে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন প্যাট কামিন্সরা। প্রথম স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। তালিকায় স্থান পরিবর্তন হয়নি ভারতের। চার নম্বরেই থেকে গিয়েছেন বিরাট কোহলীরা।পয়েন্ট সব থেকে বেশি কোহলীদের। এখনও পর্যন্ত ৪২ পয়েন্ট পেয়েছেন তাঁরা। অন্য দিকে পাকিস্তানের পয়েন্ট ৩৬। শ্রীলঙ্কা ২৪, অস্ট্রেলিয়া ২৪ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। কিন্তু শতাংশের নিরিখে শীর্ষে শ্রীলঙ্কা। তাদের জয়ের শতাংশ ১০০। অস্ট্রেলিয়ারও জয়ের শতাংশ ১০০। তার পরেই পাকিস্তানের জয়ের শতাংশ ৭৫.০০। ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়ের শতাংশ যথাক্রমে ৫৮.৩৩ ও ২৫.০০।তালিকায় দেখা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত একটি সিরিজ খেলে সেটি জিতেছে শ্রীলঙ্কা। অস্ট্রেলিয়াও প্রথম সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে। পাকিস্তান খেলেছে দু'টি সিরিজ। দু'টিই জিতেছেন বাবর আজমরা। ভারতও দু'টি সিরিজ খেলেছে। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছেন কোহলীরা। অন্য দিকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগিয়ে থাকা অবস্থায় সিরিজ স্থগিত হয়েছে। শেষ টেস্ট খেলা এখনও বাকি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু'টি সিরিজ খেলেছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার পর প্রথমে মোট পয়েন্টের হিসেবে ক্রমতালিকা হত। কিন্তু সব দেশ সম সংখ্যক সিরিজ না খেলায় শতাংশের নিরিখে ক্রমতালিকা তৈরি করা শুরু করেছে আইসিসি। সেই তালিকা অনুযায়ী ঠিক হয় কারা খেলবে ফাইনাল।

দু'বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপ? ৩৩ হাজার কোটি টাকা লাভ দেখছে ফিফা

প্রতি দু'বছর অন্তর ফুটবল বিশ্বকাপ! সে রকমই ভাবনা-চিন্তা চলছে। ফিফার দাবি, এর ফলে প্রচুর আর্থিক লাভ হতে পারে। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্টিনো মনে করছেন বহু বিতর্কিত এই পরিকল্পনা কাজ করবে। ফিফার একটি বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। যদিও ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকা প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে। ছেলে এবং মেয়েদের বিশ্বকাপ চার বছরের বদলে দুই বছর অন্তর আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে ফিফার। তাদের সমীক্ষা অনুযায়ী ফুটবলের অর্থনীতি পাল্টে যাবে দু'বছর অন্তর বিশ্বকাপ হলে। চার বছরে প্রায় ৩৩ হাজার ২৫৫ কোটি টাকা লাভ হতে পারে ফিফার। ২১১ জন সদস্যের মধ্যে ২০৭ জনকে নিয়ে সোমবার বৈঠক হয়। ফিফা জানিয়েছে প্রতি চার বছর অন্তর সব সদস্যকে ১৪৩ কোটি টাকা করে দিতে পারবে তারা। সেখানে ব্রাজিলও যা পাবে, ফুটবল মানচিত্রে গুয়ামের মতো অপরিচিত দেশও তাই পাবে।এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছে দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ। কিন্তু উয়েফা মনে করছে দু'বছর অন্তর বিশ্বকাপ হলে ক্ষতি হবে তাদের। চার বছরে প্রায় ২২ হাজার ৬৭৫ কোটি টাকা ক্ষতি হতে পারে বলে মনে করছে উয়েফা। দক্ষিণ আমেরিকাও দু'বছর অন্তর বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তাবে রাজি নয়।

১৬ বছরেই ক্যানসারে আক্রান্ত হন বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়াকে ফাইনালে তোলা ম্যাথু ওয়েড

টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পর পর তিন বলে পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদিকে তিনটি বিশাল ছক্কা মেরে দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ম্যাথু ওয়েড। রাতারাতি নায়কের মর্য্যাদা পেয়েছিলেন। অথচ মাত্র ১৬ বছর বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ওঠেন।ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে প্রকাশ করা একটি ভিডিয়োতে নিজের ফিরে আসার গল্প বলেন ওয়েড। তিনি বলেন, "১৬ বছর বয়সে জননেন্দ্রিয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হই। আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু সেই সময় আমি এমন কিছু বন্ধু পেয়েছিলাম যারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলার মাঠে যেতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ওই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে সেটা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।"তবে সেই সময়টা তাঁর পরিবারের কাছে খুব কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন ওয়েড। তিনি বলেন, "আমার পরিবার খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল।

আমি ছোট ছিলাম বলে বুঝতে পারছিলাম না বাড়িতে কী চলছে। আমার থেকে আমার পরিবারকে বেশি ঝক্কি পোহাতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা জিতেছিলাম।" ক্যানসারকে হারিয়ে ফের খেলার মাঠে ওয়েডের ফেরার পিছনে তাঁর মায়ের বড় ভূমিকা ছিল বলে জানিয়েছেন বাবা স্কট। তিনি বলেন, "ম্যাথুর মা হাল ছাড়েনি। ওর সব চুল পড়ে যায়। ওকে টুপি পরিয়ে মাঠে পাঠাত ওর মা। সব সময় ওকে উদ্বুদ্ধ করত।"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/PWD (R&B)/KMP/DIV/2021-22 Date: 15/12/2021

The Executive Engineer. Kamalpur Division, PWD (R&B), Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the `Governor of Tripura' percentage rate e-Tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD upto 3: 00 P.M on 10/01/2022 for the works : 1. MIT No. CE(Buildings)/PWD/DNIT/ACE/ Project Unit/40/ 2021-22 For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to pwd.rb.kmp.division@gmail.com.

Executive Engineer
Kamalpur Division, PWD (R&B)
Kamalpur, Dhalai Tripura.

ICA-C-3062/2021-22

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy, Indranagar, Agartala - 799006. Tripura
e-mail: tripuramilkunion@yahoo.com
GMU/ESTT/MISC-2021/III/2638 Dated. 18.12.2021

NOTIFICATION

CANCELLATION OF SHORT QUOTATION NOTICE VIDE NO. GMU/ESTT/MISC-2004/II/ 2130(A). DATED. 12.08.2021
Due to unavoidable circumstances the Short Quotation Notice No. GMU/ESTT/MISC-2004/II/2130(A). Dated. 12.08.2021 is cancelled.

Sd/- Illegible
Chief Managing Director

ICA-C-3059/2021-22

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 01 (one) no. Foreign Liquor Warehouses under North Tripura District for the period of November 2021 to October 2022.
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website https//tripuratenders.gov.in and also available in the Office Notice Board of the Collector of Excise, North Tripura District. **Dharmanagar.**
Corrigendum/addendum, if any will be published only on the above website.

Sd/- Illegible
Collector of Excise,
(DM & Collector)
North Tripura District, Dharmanagar.

ICA-C-3064/2021-22

PRESS NOTICE INVITING SHORT TENDER NO:- 24/AGRI/EE(WEST)/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites sealed percentage rate for short tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors of appropriate class registered with PWD/TTAADC/CPWD/RAILWAY/OTHER upto 3.00PM on 31/12/2021 for the following works:-

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Last date of Application	Last date for issue of Tender Form	Date of Dropping	Date & Time of Opening	Place of sale of Tender Documents.
1	DNIT NO :- 17/ AGRI/EE(WEST) /2020-21	Rs.7,35,284.00	Rs.7,353.00	15 (Fifteen) days	Rs.2,500.00	28/12/2021	30/12/2021 upto 4.00PM	31/12/2021 upto 3.00PM	31/12/2021 At 3.30PM (If possible)	Office of the Executive Engineer (west), Agartala.

Interested bidders / Tenderers may visit the 0/0 the Executive Engineer West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala for details of Tender on any working days .

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

(Nikhil Roy)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture &FW
Tripura, Agartala

ICA-C-3051/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 22 December 2021, Wednesday আগরতলা ২২ ডিসেম্বর, ২০২১ ইং, ■ ৬ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধীকরণের জন্য বিশেষ অভিযানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

বিগত দিনে সমস্ত শ্রমিকের তালিকা ছিল না, তাই কোভিডের সময় সরকারি সুবিধা সকলের কাছে পৌঁছাতে অন্তরায় হয়েছে, তোপ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। শ্রমিকদের কাছে বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তা পৌঁছে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে ই-শ্রম পোর্টাল। আজ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধীকরণের জন্য বিশেষ অভিযানের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এ ক্ষেত্রে মেয়ে বিয়ের আর্থিক সহায়তা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করা সহ শ্রমিক কল্যাণে একাধিক ইতিবাচক পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সমস্ত অংশের শ্রমিকদের কাছে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের সরকারিভাবে তালিকাভুক্তিকরণ আবশ্যক। বিগত দিনে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ সহ এই ক্ষেত্রে আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল। বর্তমানে এই পোর্টালের সহায়তায় নির্ধারিত ডাটাবেস অনুসারে সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধে ওঠে স্বচ্ছতার সঙ্গে সমস্ত তালিকাভুক্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করার ক্ষেত্রে সহায়তা হবে, দাবি করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে সমস্ত শ্রমিকের সরকারি তালিকা না থাকায় কোভিড অতিমারির বিরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিক সহ অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে সহায়তা পৌঁছে দিতে অন্তরায় তৈরি হয়। যার ফলে এর সুফল গ্রহণ থেকে নির্মাণ শ্রমিকদের একটা অংশকে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

তিনি বলেন, এই পোর্টালের মাধ্যমে সিএসসি সেন্টার বা ঘরে বসেই অনলাইনে শ্রমিকরা তাদের এই নথিভুক্তির পুনর্নবীকরণ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আর দফতরে গিয়ে ওইদিনের উপার্জন বা আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে না। বর্তমানে সিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ১৪১টি পরিষেবা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। অতিসম্প্রতি জমিসংক্রান্ত মালিকানা এবং অন্যান্য বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। যার ফলে জমিসংক্রান্ত এবং দুর্নীতি প্রশমন করা সম্ভবপর হবে। এর ফলে একদিকে যেমন শ্রমিকরা লাভবান হচ্ছেন তার পাশাপাশি সিএসসি সেন্টারের সাথে যুক্ত রাজ্যের প্রায় ১২০০ পরিবারের ভালো সংখ্যায় রোজগার সুনিশ্চিত হচ্ছে।

তাঁর দাবি, অনলাইনের মাধ্যমে এই ডাটাবেস তৈরি হওয়ার ফলে পরিষেবা প্রদানে থাকবে স্বচ্ছতা। আগামী দিনে জমির পরিমাণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ড্রোন টেকনোলজি সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করতে চলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী প্রজন্মের উপযোগী সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকার। এই প্রজন্মের সুস্থ দেহ ও সুস্থ মননের লক্ষ্যে অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড্রাগস-এর মতো অশুভ শক্তি থেকে যুব সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখতে অভিভাবকদের, বিশেষ করে মায়েদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

শ্রমমন্ত্রী ভগবান দাস বলেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত শ্রমিককে এর আওতায় নাম অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সহ এই পোর্টালের সহায়তায় বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করা যাবে। পরিষেবা প্রদানে সরলীকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিথিলতা আনা হয়েছে।

এ দিন বোতাম টিপে টিবি অ্যান্ড ওসিডব্লিউডব্লিউ বোর্ড ও ত্রিপুরা ইএসআই সোসাইটির ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধনে উল্লখযোগ্য সাফল্যের জন্য ভিএলই ও জেলাগুলিকে সম্মানিত করা হয়েছে।

এনআইটি আগরতলায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে জিওটেকনোলজি শীর্ষক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। এনআইটি আগরতলায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যাণ্ড ইমার্জিং ইকোনমিক এসপেক্টস অব ট্রান্সপোর্টেশন জিওটেকনোলজি শীর্ষক এক কর্মশালা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। পাঁচদিনব্যাপী এই কর্মশালা চলবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অনলাইনে এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন নামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও বিভিন্ন নামী সংস্থার কর্মরত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন।

এই কর্মশালার উদ্দেশ্য উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সমস্ত দেশের রাস্তা নির্মাণে সাম্পতিক বিকাশ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তথা নতুন নতুন প্রাক'তিক ও ক'ত্রিম উপাদানের ব্যবহার করে কম খরচে দীর্ঘস্থায়ী টেকসই রাস্তা নির্মাণ, তার সাথে অর্থনৈতিক সমন্বয়ে দেশের উন্নতি সাধন করা। এই পাঁচদিনে দেশ-বিদেশের বহু উচ্চপর্যায়ের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন নামী সংস্থার কর্ণধার এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখবেন ও তাদের অভি'তার কথা উপস্থাপন করবেন।

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এনআরআইডিএ (টেকনিক্যাল)-এর কনসালটেন্ট ডিরেক্টর ভারত চন্দ্র প্রধান। উপস্থিত ছিলেন এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর প্রফেসর এইচ কে শর্মা, আইআইটি কানপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাধিরা আর মাধব, এনআইটি আগরতলার সিভিল ইঁনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ড. সীমা ঘোষ।

কর্মশালায় শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় রাস্তা নির্মাণে বিকল্প উপাদান ব্যবহার ও স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন উপাদানের ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সমস্ত প্রকৌশলীদের এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করারও পরামর্শ দেন। তাছাড়া এই সমস্ত ব্যাপারে কিভাবে নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটানো যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কর্মশালায় এনআরআইডিএ (টেকনিক্যাল)-এর কনসালটেন্ট ডিরেক্টর ভারত চন্দ্র প্রধান তার আলোচনায় রাস্তা নির্মাণে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বাগত ভাষণে এনআইটি আগরতলার ডিরেক্টর প্রফেসর এইচ কে শর্মা এই কর্মশালার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাছাড়া কোনও অ'লের সামগ্রিক উন্নয়নে সড়ক পরিকাঠামো কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এনআইটি আগরতলা, সড়ক মন্ত্রক এবং ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায় সড়ক পরিকাঠামোর উপর গবেষণা চালিয়ে যেতে চায়। উদ্বোধনী অধিবেশনে কর্মশালার যুগ্ম সমন্বয়কারী ড. রাজীব সাহা ও ড. দীপঙ্কর সরকার সমাপণী বক্তব্য ও ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন। তারা কর্মশালার ফলাফল সম্পর্কে সরকারের সাথে যোগাযোগের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

দিনদুপুরে চুরি চোর আটক বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ডিসেম্বর।। বিশালগড় নিউমার্কেটে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক চোর। চোরের নাম বিজয় কুমার মালি। বাড়ি বিহারে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ বিশালগড় নিউ মার্কেটের একটি দোকানে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বিজয় কুমার মালি নামে ওই যুবক। তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়। কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে আটক চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। আটক চোরকে ডাক্তারি পরীক্ষা করার পর আদালতে সোপর্দ করা হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরির ঘটনার সংবাদে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিশালগড় বাজারে পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

ভারত বিরোধী ভুয়ো খবর ছড়ানোয় পাক মদতপুষ্ট ২০টি ইউটিউব চ্যানেল ও দু'টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিল সরকার

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর (হি. স.)।। ভারত বিরোধী ভুয়ো খবর ছড়ানোয় পাক মদতপুষ্ট একাধিক ইউটিইউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইট বন্ধ করল সরকার। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিরোধী ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে ভারতে বন্ধ হল ২০টি ইউটিউব চ্যানেল ও দু'টি ওয়েবসাইট। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সূত্রে খবর, ওই ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচারিত তথ্য দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক এবং তথ্যগত ভাবে ভুলে ভরা।

ভারত বিরোধী কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভারত বিরোধী এবং ভুয়ো খবর সম্প্রচার করার কারণে ওই ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটগুলি থেকে ভারতীয় সেনা, রাম মন্দির, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সদ্য প্রয়াত সিডিএস বিপিন রাওয়তকে নিয়ে একের পর এক ভুল তথ্য সংবাদ আকারে পরিবেশিত হচ্ছিল।

মন্ত্রক সূত্রে খবর, পাকিস্তান স্থিত নয়া পাকিস্তান গ্রুপ (এনপিজি)-এর অন্তর্গত একাধিক ইউটিউট চ্যানেল, সব মিলিয়ে যার দর্শক সংখ্যা ৩৫ লক্ষের উপর, ধারাবাহিক ভাবে ভারত বিরোধী ভুয়ো খবর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রক সূত্রে এমনও দাবি করা হয়েছে, নয়া পাকিস্তান গ্রুপের একাধিক ইউটিউব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন পাকিস্তানের নিউজ চ্যানেলের কয়েক জন উপস্থাপক।

সরকারি সূত্রের খবর, ওই ইউটিউব চ্যানেলগুলি থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কৃষক আন্দোলন ও সিএএ বিরোধী আন্দোলনের ছবি প্রচার করে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা চলছিল। আসন্ন পাঁচ রাজ্যের ভোটেও এমনই উদ্দেশ্য ছিল চ্যানেল ও ওয়েবসাইটগুলির। কিন্তু তার আগেই তাদের সম্প্রচার বন্ধ করে দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকার যে ২০টি ইউটিউব চ্যানেল ও দু'টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে সেগুলি হল, পাঞ্চ লাইন, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েব নিউজ, খালসা টিভি, নেকেড ট্রুথ, ৪৮ নিউজ, ফিকশনাল হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টস, পঞ্জাব ভাইরাল, নয়া পাকিস্তান গ্লোবাল, কভার স্টোরি, গো গ্লোবাল, ই-কমার্স, জুনেইদ হালিম অফিশিয়াল, তৈয়াব হানিফ, জৈন আলি অফিশিয়াল, মহসিল রাজপুত অফিশিয়াল, কানিজ ফতিমা, সদাফ দুরানি, মিয়া ইমরান, আহমেদ, নাজাম উল হাসান, বাজওয়া এবং নিউজ ২৪।

নলুয়াতে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার দুপুরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন সহ শহীদ স্মরণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের নলুয়াতে। ভারতীয় জনতা পার্টি ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই দিনের অনুষ্ঠান।শুরুতেই প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ডল সভাপতি। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলন সহ ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ও ভারত মায়ের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন জানানোর পর সিপিআইএমের ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত, দীর্ঘ বাম বিরোধী আন্দোলনের ৯ জন বীর শহীদদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন করেন শহীদ স্মরণ সমাবেশে উপস্থিত প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য, মহিলা মোর্চার নেত্রী বকুল দেবনাথ সহ ঋষ্যমুখ মন্ডলের কার্যকর্তাগন। এদিনের আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে রাজ্য নেতৃত্ব ও মন্ডল নেতৃত্বদের পাশাপাশি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন শহীদ পরিবারের সদস্য সহ উপস্থিত কর্মী সমর্থকরা। এছাড়া শহীদ স্মরন সমাবেশ মঞ্চে উপস্থিত নেতৃত্বরা ঋষ্যমুখ মন্ডলের পক্ষ থেকে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন শীত বস্ত্র।

শহীদ স্মরণ সমাবেশের সভাপতি তথা মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য, প্রদেশ বিজেপি যুব মোর্চা কমিটির সভাপতি নবাদল বনিক সহ প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায় আলোচনা রাখেন সমাবেশে। বিগত সরকার মিছিল মিটিং লোক জড়ো করে লড়াই লড়াই করে বাঁচতে শিখিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে চলছে। পঁচিশ বছরের সরকার জনগণের জন্য কিছুই করেনি, শুধুমাত্র মিছিল , মিটিং , পার্টির চাঁদা নেওয়া ছাড়া কিছুই করেনি। জনগনের কাছ থেকে নিয়েছে শুধু , দিতে পারে নি। বিজেপি সরকার জনগণের কাছ থেকে থেকে কিছুই চায় নি , শুধু সহযোগিতা চেয়েছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ , সবাইকে নিয়ে কাজ করা। পাশাপাশি নলুয়ার মাটিতে ৯ জন বাম বিরোধী আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মরণ করে বলেন , এই রক্তের খেলা যাতে নলুয়ার মাটিতে না হয় তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের পাশে থাকার আহ্বান রাখেন সমাবেশের বক্তাগন।

কল্যাণপুরে স্বসহায়ক দলের পণ্য সামগ্রী বিক্রি রেশন শপে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ ডিসেম্বর।। শীতের সময় সকল বাঙালির কাছেই মোয়া, নাড়ু, নিমকি ইত্যাদি খুব মুখরোচক। এবার কল্যাণপুরে সেই মোয়া, নাড়ু, নিমকি ইত্যাদি নিয়ে শুরু হলো সরকারি প্রকল্প।

ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিশিহুড মিশন এর অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরেশ্বরি মহিলা সমিতির উদ্যোগে গ্রামীণ মহিলাদের হাতের তৈরি নিমকি মুড়ির মোয়া, চিড়ার নাড়ু ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য আজ কল্যাণপুর আরডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব কুঞ্জবন গাঁওসভার দুটি রেশন শপে তাদের উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। যে রেশন শপ এর হাতে এই সামগ্রী গুলো তুলে দেওয়া হয় সেগুলো হলো পূর্ব কুঞ্জবন পঞ্চায়েত এর কল্যাণপুর এক ও তিন নাম্বার রেশন শপ। মূলত গ্রামীণ মহিলাদের হাতে তৈরী খাদ্য সামগ্রী সরকারি ভাবে বিক্রির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত মজবুত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ বলে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী জানান।

নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য, গাঁজা গাছ ধ্বংস থলিবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে। যাত্রাপুর থানার ওসি যতীন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজে গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানে যান। ওই অভিযানে গাজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল, থলিবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকায় বেশ কিছু স্থানে গাঁজা চাষ হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার ওসি যতীন্দ্র দাসের নেতৃত্বে থানার পুলিশ ও আনসার বাহিনী গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানের সামিল হন। অভিযানে তারা ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। প্রচুর গাঁজার গাছ কেটে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে যাত্রাপুর থানার ওসি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যাত্রাপুর থানা এলাকা সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ হচ্ছে। গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও একাংশের গাজা চাষি ও ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে এ ধরনের গাঁজা চাষ চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব গাঁজা চাষের দিনে পড়তে বনদপ্তর এবং পুলিশের একাংশ সহযোগিতা করে চলেছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তবে কালেভদ্রে পুলিশ নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের অভিযান চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ।

বর্তমান সরকার রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসার পর গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছিল। রাজ্য সরকারের কঠোর মনোভাবের ফলে সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক বছর ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করা হয়। তাতে গাঁজা চাষ এবং গাঁজা পাচার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ব্যাপকহারে পুনরায় গাঁজা চাষ ও গাঁজা পাচার শুরু হয়। বর্তমানে শাসক দলের একাংশ এই গাঁজা চাষ ও গাঁজা পাচার বাণিজ্যে জড়িত বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বাম আমলে মজলিশপুর ছিল খুন সন্ত্রাসের আঁতুর ঘর, মুক্ত করেছে মানুষ, বলেছেন মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর।। রাজনৈতিক দিশাহীনতা ও হতাশায় ভুগছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ত্রিপুরায় সিপিএমের জনভিত্তি তলানিতে এসে ঠেকায় পুরোপুরি হতাশা গ্রাস করেছে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে। আজ এভাবেই বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এবং সিপিএম-কে বিঁধলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী বলেন, ক্ষমতা হারানোর পর বার বার মিথ্যা ও অপপ্রচারকে ভিত্তি করে রাজনৈতিক জমি ফিরে না পেয়ে ত্রিপুরাবাসীকে বিজেপি সরকার সম্পর্কে নানাভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন মানিক সরকার। বিরোধী দলনেতা হিসাবে তাঁর পদমর্যাদা পর্যন্ত বজায় রাখতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত বিজেপি এবং রাজ্য সরকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যাচারে নেমেছেন তিনি। তাতে তাঁর এবং সিপিএম-এর কোনও রাজনৈতিক লাভ হবে না, ক্ষোভের সুরে বলেন তথ্যমন্ত্রী। সাথে তিনি যোগ করেন, দিন দিন দলের নেতিবাচক রাজনৈতিক ভূমিকায় সিপিএম আরও জনভিত্তি হারাবে।

সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বাম আমলে মজলিশপুর ছিলো আতঙ্কের ও সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। দিনদুপুরে খুন রবি-লিটন দেববর্মার বিচার হয়নি, খুন হয়েছেন সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক, ২০০৩ সালের মান্দাই চৌমুহনিতে ১১ জনের গণহত্যার বিচার হয়নি। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সম্পূর্ণ জনভিত্তি হারিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। চরম হতাশায় ভুগছেন। সিপিএম-এর কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষ আসছেন না।

তাঁর বক্তব্য, ২৫ বছর সিপিএম-এর শাসনে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক থেকে শুরু করে শিক্ষক কর্মচারীরা নানাভাবে প্রতারিত হয়েছেন। দুর্নীতিতে আপাদমস্তক ডুবে গিয়েছেন সিপিএম নেতা মন্ত্রীরা। খুন সন্ত্রাস ছিল প্রতিদিনের নিত্য ঘটনা। অথচ, কোনও ঘটনারই বিচার পাননি মানুষ। এমন-কি থানা-পুলিশ মামলা গ্রহণ করত না।

সুশান্ত চৌধুরীর কথায়, সাধারণ মানুষই কেবল খুন হয়েছেন এমন নয়, সিপিএম-এর টানা ২৫ বছরের রাজত্বে ত্রিপুরায় হাজারো রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটেছে। তিনি বলেন, সালেমায় খুন হন তৎকালীন বিরোধী দলের প্রার্থী মঙ্গলপ্রসাদ দেববর্মা। খোদ রাজধানীতে খুন হয়েছিলেন বিধায়ক মধুসূদন সাহা। খুন হন সিপিএম নেতা তথা মন্ত্রী বিমল সিনহা, বিধায়ক পরিমল সাহা, গৌতম দত্ত সহ বহু নেতা। শুধু তা-ই নয়, খুন হয়েছেন সদর এসডিএম সুখরাম দেববর্মা। এটাই ছিল সিপিএম রাজত্বে রাজ্যের নিত্যদিনের ঘটনা।

চৌধুরী বলেন, বামফ্রন্ট আমলে রাজ্যে গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। ছিল শুধুই দলতন্ত্র। ছিল না রাজ্যবাসীর মৌলিক অধিকার। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএমের মিছিলে না হাঁটলে, নেতাদের বাড়ি বাড়ি হাজিরা না দিলে রেগার কাজ পেতেন না মানুষ। সিপিএমের নেতা বা কর্মী না হলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পেতেন না সাধারণ গরিব মানুষ।

তাঁর দাবি, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দলমতের বিচার না করে সবাইকে ঘর প্রদান করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে একদিনে প্রধামন্ত্রীর হাত ধরে প্রায় দেড়লক্ষ পরিবারকে পাকা ঘরের জন্য ব্যাংকে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। চৌধুরী জানান, রাজ্যে ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর প্রায় দু'বছর কোভিড অতিমারী সত্ত্বেও সর্বস্তরে উন্নয়নের কর্মসূচি চলছে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ তরান্বিত হয়েছে। ২০১৮ সালেও যারা মিছিলে হাঁটতেন তাঁরা বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর জনকল্যাণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতা পুর নিগমের নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ে আগরতলায় দলীয় কর্মীদের বিজয়োৎসব। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।